কবি নজরুল কোন অপরাধে ?
কার অভিশাপে ?

সৈয়দ শামসুল ইসলাম

কবি নজরুল কোন অপরাধে ?
কার অভিশাপে ?

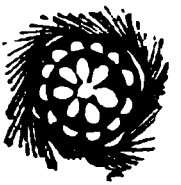

সৈয়দ শামসুল ইসলাম

www.pathagar.com

কবি নজরুল কোন অপরাধে? কার অভিশাপে?

সৈয়দ শামসুল ইসলাম

রচনাকাল : ১৯৭৫—৮৫

প্রকাশক :

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ
কাফেলা প্রকাশনী
পশ্চিম সুবিদ বাজার, সিলেট।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র ১৩৯৫ বাংলা
সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ ইংরেজী

মুদ্রণে :
ওহীদুজ্জামান চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ
পশ্চিম সুবিদ বাজার, সিলেট।

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

আমার কথা

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার কবি নজরুল ইসলামকে কোলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন।

মৌলবীবাজার সরকারী হাইস্কুলের কমনরুমে নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। জনৈক সহকর্মী বললেন: খোদার বিচার কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। কারো বিচার হয় দুনিয়ায় আর কারো বিচার হয় আখেরাতে। কারো বিচার হয় দুনিয়া আখেরাত উভয়খানে। নজরুল ইসলামের উপর অভিশাপ আছে। বিচার দুনিয়াতেই চলছে। তবু এখানেই যদি সব শেষ হয়ে যায় আখেরাতে তিনি নাযাত পান মঙ্গল।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক সহকর্মী ক্ষেপে উঠে বললেন: নজরুল ইসলামের উপর অভিশাপ আছে—বদ্‌দোয়া আছে?

জবাব দিলেন—আমারত তাই মনে হয়। এ শুধু আমার কথা নয়, অনেকেরই তাই ধারণা। কবি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় খোদাদ্রোহীতার নিদর্শন রেখেছেন। মুসলমান হয়ে হিন্দুয়ানী আচার আচরণ গ্রহণ করেছেন, নিরপরাধ নার্গিসকে বিবাহ করে সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। স্নেহময়ী মাতার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন এসব কি অপরাধ নয়, পাপ নয়?

উভয়ের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হল। অবশেষে তা-ও শেষ হল। কিন্তু আমার মনে তা রয়ে গেল। নজরুল জীবনের প্রতি আমার আকর্ষণ আগেই ছিল। এখন তা আরো বেড়ে গেলো। নজরুল সম্পর্কে পড়াশুনায় মন দিলাম। আজ পর্যন্ত যা বুঝতে পেরেছি

www.pathagar.com

তাতে আমারও মনে হল এত বড় একজন লোকের এই অবস্থা! এটা বিশেষ কোন অভিশাপ ছাড়া কি হতে পারে? মরণ পথযাত্রী মার মনের ব্যথা, নিষ্পাপ নার্গিসের দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণা কি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না? আল্লাহতো বলেছেন তার প্রতি মানুষের পাপ তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন, কারণ তিনি রহমানুর রহিম। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অবিচার তিনি ক্ষমা করেন না, যদি না সে মানুষ তা নিজে ক্ষমা করে দেয়।

এ আমার নিজের মনের অভিব্যক্তি। প্রকৃত অবস্থা কি, কেন এমন একজন মানুষের এমন অবস্থা হল তা আলেমুল গায়েবই জানেন।

খোদা নজরুল ইসলামকে ও আমাদের যারা গত হয়েছেন তাদের সকলকে মাগফিরাত করুন। আর আমরা যারা বেঁচে আছি তাদেরে হেদায়তের পথে পরিচালিত করুন।

আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন।

—সৈয়দ শামসুল ইসলাম

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যে বন্ধু হাত ধরে আমাকে সাহিত্যের রাজপথে এনে দাঁড় করিয়ে ছিলেন, সেই বন্ধু মরহুম মুহম্মদ নূরুল হকের স্মরণে—

হে খোদা, আমার বন্ধু তাঁর সমস্ত জীবন পশ্চাৎগামী এই সমাজের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তুমি তাঁকে মাগ-ফিরাত করো, জান্নাতুল ফেরদৌসের অধিকারী করো।

—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

"শোর উঠিয়াছে মুসলিম জাতি দুনিয়া হইতে লুপ্ত আজ,
আমি বলি কোথা ছিল মুসলিম তোমাদের এই দুনিয়া মাঝ ?
আসনে বসনে খ্রীষ্ট তোমরা, হিন্দু তোমরা সভ্যতায়
তুমি মুসলিম ? যাহারে দেখিয়া ইহুদীও লাজে মরিয়া যায়।
সৈয়দ কেহ মীর্জা কেহ, বা আফগান কেহ তুমি যে হও,
সব কিছু তুমি, বলো-তো এখন মুসলিম তুমি হও কি নও ?"

—ইকবাল

www.pathagar.com

সূচী

নার্গিসের সহিত কবি নজরুলের বিবাহ	৯
নার্গিসের জীবনাবশান	২৪
প্রমিলার সঙ্গে বিবাহ	২৫
কবি নজরুলের প্রেম	২৮
মার সঙ্গে কবির সম্পর্ক	৩৬
নজরুলের পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ	৩৯
কবি নজরুলের ধর্মীয় আচার আচরণ	৪৪
আঘাতের পর আঘাত	৫২
কবির রোগ ও তার ব্যবস্থা	৫৫
চিকিৎসার জন্য বিদেশে	৫৮
পীর ফকীরের সান্নিধ্যে	৬১
কবির দৈন্যদশা	৬৩
আরো কিছু কথা	৬৮
পরিশেষে	৭১

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত বই

১। মুসলমানের অবনতি ও তার কারণ।
২। ভিলেজ পলিটিক্স।
৩। হারজিত।
৪। গণতান্ত্রিক হাইস্কুল।
৫। সিলেটে মাওলানা হোসেন আহমদ মদনী।
৬। খান সাহেব আব্দুল ওয়াহেদ।
৭। আজমীর শরীফ ও সিলেট দরগাহ শরীফ।
৮। অনেক দিনের অনেক কথা (প্রথম পর্ব)।
৯। অনেক দিনের অনেক কথা (২য় পর্ব)।
১০। পীরপূজা ও গোরপূজা।

www.pathagar.com

নার্গিসের সহিত কবি নজরুলের বিবাহ

কবি বন্দে আলীর সহিত কবি নজরুল ইসলামের ছিল গভীর সম্পর্ক। নার্গিসের সহিত কবি নজরুলের বিবাহ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'জীবন শিল্পী নজরুল' এ লিখেছেন—"নজরুলের প্রথম বিবাহ হয় আলী আকবর খানের ভাগ্নি নার্গিস আসার খানের সঙ্গে দৌলতপুরে। বিবাহের চিঠিতে আলী আকবর খান লিখেছেন—আমার আদরের ভাগ্নি নার্গিস আসার খানের বিয়ে বর্দ্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশ বিখ্যাত পরম পুরুষ, আভিজাত্য গৌরবে বিপুল গৌরবান্বিত, মরহুম মৌলবী কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দেশ বিশ্রুত পুত্র মুসলিম কুল-গৌরব দৈনিক নবযুগের ভূতপূর্ব সম্পাদক, অর্দ্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতুর কর্ণধার কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তরা আষাঢ় শুক্রবার নিশিথ রাত্রে"।

তারপরে বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন, 'বিয়েটা অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু বিধাতা নির্মম। এই প্রীতির বন্ধন স্থায়ী হলনা। নজরুল দৌলতপুর থেকে কুমিল্লার কান্দির পাড়ে চলে গেলেন। ঐ অঞ্চলের সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে নজরুলের প্রীতির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেই পরিবারের মহিয়সী মহিলা বিরজা সুন্দরী দেবীকে তিনি মা বলে ডাকতেন'।

কবি আবদুল কাদের "নজরুল রচনা সম্ভারে" নার্গিসের সহিত নজরুলের বিবাহ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

—হঠাৎ নজরুল কলকাতা থেকে কুমিল্লা চলে যান। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে যায়, না চিঠি পত্তর, না খুঁজ খবর। লোক মুখে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা নানা খবর রটতে লাগল। সেই খবরের সার

www.pathagar.com

সংকলন এই দাড়ায়—তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন কুমিল্লায় একটি গ্রামে। সেখান থেকে ফিরে এসে কুমিল্লা শহরে অবস্থান করছেন। তারপর দেখা যায় বিবাহের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত নজরুলের এক চিঠিতে।

তার জবাবে পবিত্র বাবু লিখেছিলেন—তুই নিজে যদি সব দিক ভেবে চিন্তে বরণ করাই ঠিক করে থাকিস তাহলে আমি সর্বান্তকরণে এ মিলন কামনা করি।

১৩২৮ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তিনি আবার লিখেন, তোর বিয়েটা আমাদের একটা গল্পের প্লট হবে। লিখেছিস এক অচেনা পল্লী বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি যা কোন নারীর কাছে কোন দিন হইনি।

১৯২১ সালের ১৩ই জুন মোহাম্মদ ওয়াজেদ নজরুলকে লিখলেন—'নিভৃত পল্লীর কুটীর বাসিনীর সাথে আপনার মনের মিল ও জীবনের যোগ হয়ে গেছে। তাকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ণ আদাব জানাবেন'।

১৫ই জুন মিঃ মোজাফ্ফর আহমদ কলকাতা থেকে নজরুলকে এক পত্রে লিখলেন—

—ভাই কাজী সাহেব, ইতিমধ্যে আপনার কোন পত্রাদি পাইনি। ওয়াজেদ মিয়ার চিঠিতে জানলুম ৩রা আষাঢ় আপনার বিয়ে হচ্ছে। সময় সংকীর্ণ কাজেই আমার যাওয়া হচ্ছেনা। ভালয় ভালয় সব মিটে যাক এ প্রার্থনা আমি জানাচ্ছি।

- - - - - তারপর মিঃ আহমদ নজরুলকে যে অত্যন্ত গোপনীয় একখানা পত্র লিখেন তাতে অশুভ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

- - - - যাক বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নার্গিসের সঙ্গে যে নজরুলের সম্বন্ধের ইতি ঘটে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

২৩/৬/২১ তারিখে নজরুল ইসলাম কুমিল্লার কান্দির পাড়া (নজরুলের দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রমিলার বাড়ী) থেকে তাঁর মামা শ্বশুর আলী আকবর খানকে বাবা শ্বশুর বলে সম্বোধন করে একখানা চিঠিতে লিখলেন—'আমার মান অপমান সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিলনা বা কেয়ার করিনি বলে আমি কখনও এত বড় অপমান সহ্য করিনি যাতে আমার ম্যানলিনেসে বা গৌরবে গিয়ে বাঁধে। আপন জনের কাছে থেকে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা অবহেলা আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি'।

আবদুল কাদির সাহেব নজরুলের সেই বিবাহে নারী পুরুষ ছেলে-মেয়ে মিলে কুমিল্লায় সেনগুপ্ত পরিবারের মোট এগারজন যোগ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

বিবাহের দীর্ঘ ষোল বৎসর পর ১/৭/৩৭ সালে নজরুল ইসলাম নাগিসের এক পত্রের জবাবে লিখেছিলেন—তোমার যে কল্যাণ রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে দেখেছিলাম এবং আমার জীবনের প্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম সেরূপ আজও স্বর্গের পারিজাত মান্দারের মত অম্লান হয়েই আছে। - - - - -

লম্বা চিঠি এবং ইহাই নাগিসের নিকট লিখা তাঁর প্রথম ও শেষ চিঠি। লিখাই সার, কবির মুখ দর্শন নাগিসের আর ঘটেনি।

নাগিসের প্রতি কবির ভালবাসা তার মনেই রয়ে গেল। এবং তার উপর প্রমিলার প্রতি ভালবাসার সৌধ শুধু গড়েই উঠল না, অবশেষে তা বিবাহে পরিণত হল।

খান মঈন উদ্দিন তাঁর 'যুগ স্রষ্টা নজরুলে' নাগিসের বিবাহের ব্যাপারটি চেপে গেছেন। তার বইতে নজরুলের সহিত আশালতার বিবাহের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

আজহার উদ্দিন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল'এ নার্গিসের সহিত বিবাহের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—

—নজরুল সমস্ত বাংলা দেশের চারণ কবি হয়ে উঠেন। দৌলতপুর, ঢাকা ও কুমিল্লায় যান। দৌলতপুর থাকাকালে তিনি আলী আকবর খানের ভাগ্নির পানি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার বিবাহিত জীবন কোন অজ্ঞাত কারণে সুখের হয়নি। উভয় পক্ষেরই হয়ত ত্রুটি ছিল, যাতে বাধ্য হয়ে উভয়ে উভয়কে মাস খানেকের মধ্যে ত্যাগ করেন।

রফিকুল ইসলাম 'নজরুল নির্দেশিকায়' লিখেছেন—'নজরুল আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুরে যান। ওর ভাগিনী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় নজরুলের বিবাহ হয়। কুমিল্লার ইন্দ্র কুমার গুপ্তের পরিবারের সকল এই বিবাহে যোগদান করেন। বিবাহের রাত্রেই নজরুল দৌলতপুর ত্যাগ করে কুমিল্লায় চলে আসেন। নজরুল ১৯২২ সালে চারমাস কুমিল্লায় অবস্থান করেন। আশা-লতা সেন গুপ্ত বা প্রমিলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে'।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর 'নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতায়' লিখেছেন—১৯২১ সালে সৈয়দা খাতুন উরফে নার্গিস বেগমের সঙ্গে নজরুলের আকদ হয়। বিয়ের রাতেই কবি দৌলতপুর ত্যাগ করেন।

নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিবাহ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখেছেন খোন্দকার মোজাম্মেল হক। ১৯৮২ সালের ২৩শে মের চিত্র-বাংলায় তা প্রকাশ পেয়েছে। মিঃ হক নিজে নার্গিসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং কিছু নতুন তথ্যও তিনি পরিবেশন করেছেন। লিখেছেন—

—১৯২১ সনের এপ্রিল মাসের ৩রা তারিখ আলী আকবর খান তাঁর নিজ বাড়ী কুমিল্লা জেলার দৌলতপুরে আসেন। সঙ্গে আসেন কবি

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম। আলী আকবর খান দৌলতপুর আসার পথে কুমিল্লায় তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্তের বাসায় নজরুলকে নিয়ে একদিন ছিলেন। সেখানে বন্ধুর মা বীরজা সুন্দরীর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে। তিনি নজরুলের গানে মুগ্ধ হয়ে যান। এবং বার বার তাকে আবার আসতে অনুরোধ করেন।

নজরুল দৌলতপুর এসেই এক বিয়ের আসরে আবিষ্কার করেন সৈয়দা জুবীকে এবং প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেন। বললেন, তুমি জুবী নও হেলেন, তুমি গুলিস্তানের নার্গিস।

সৈয়দা জুবীর খালাআম্মা আখতারুন্নেছাকে বললেন—আপনাকে দেখতে আমার মায়ের মত লাগে। আপনাকে আমি মা বলে ডাকব।

তিনি ছিলেন নিঃসন্তান তাই মা ডাকে একেবারে আবেগ প্রবণ হয়ে উঠেন।

নজরুল কম করে ছয় মাস দৌলতপুরে ছিলেন। মাঝে মাঝে কুমিল্লায় কান্দির পাড়ায় গিয়ে থাকতেন। তাতে ঐ পরিবারের সঙ্গে প্রবল সখ্যতা গড়ে উঠে।

এ দিকে নজরুল মারাত্মকভাবে নার্গিসের প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। এবং একদিন তিনি নিজেই নার্গিসের খালাম্মার কাছে সব প্রকাশ করে এও বল্লেন নার্গিসকে না পেলে তিনি বাঁচবেন না।

অবশেষে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসেই জুবী ওরফে নার্গিস খানমের সহিত কাজী নজরুল ইসলামের বিয়ে হয়ে গেল। সে বিয়েতে বিরজা সুন্দরী, গিরিবালা ও বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের দেন মোহর ছিল ২৫ হাজার টাকা। তা নিয়ে শুরু হল কানাকানি।

মোজাম্মেল হক লিখেছেন—'বিরজা ও গিরিবালা বিয়ের রাতেই

www.pathagar.com

দেন মোহর নিয়ে নজরুলকে নানা কথা বলতে লাগলেন। তাদের ভাষায় নজরুলকে তাবিজ করে এই বিয়েতে রাজী করান হয়। তারা বুদ্ধি দিলেন যেন পরদিন সকালেই নজরুল স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায়।

সকালে উঠেই নজরুল বিরজা সুন্দরীদের সঙ্গে কুমিল্লায় সেনগুপ্তের বাসায় চলে গেলেন। নার্গিস বারণ করতে গেলে কবি বল্লেন, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন।

গিরিবালা ও বিরজা যেন নজরুলকে যাদু করে ফেল্লেন। নজরুল কুমিল্লা এসে কয়দিন থাকলেন। তারপর সেখান থেকে কলকাতা চলে গেলেন।

তিনি আরও লিখেছেন—সেন পরিবারের লোকেরা ও কমরেড মোজাফ্‌ফর নজরুলকে নিয়ে চক্রান্তে মেতে উঠলেন। অবশেষে নজরুল সেন পরিবারের মেয়ে দুলি ওরফে আশালতাকে নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করলেন।

কিশোরী নার্গিস তার এক আত্মীয়কে নিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যান। একদিন ঘরে ফিরে আসবেন বলে নজরুল নার্গিসকে ফিরিয়ে দিলেন।

আলী আকবর খানও নজরুলের সঙ্গে দেখা করার জন্য কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদের বাড়ী যান। কবি তাকে বল্লেন—আমি অনুতপ্ত, কিছুদিনের মধ্যে জানাব।

তারপর খান সাহেব কমরেডকে কাকুতি মিনতি করে বল্লেন—অন্ততঃ নার্গিসের মত একটি অবলা নারীর দিকে চেয়ে আপনি নজরুলকে কিছু বলুন।

কমরেড জবাব দিলেন—এসব আপনাদের কবি সাহিত্যিকের ব্যাপার। আমি রাজনীতি বুঝি, প্রেম জাতীয় কিছু বুঝিনে।

মোটের উপর বেচারী নার্গিসের কিছু আর হলনা। কবি কোনদিন তার কাছে আর ফিরে আসলেন না। ষোল বৎসর পর একখানা চিঠি

www.pathagar.com

অনুগ্রহ করে লিখেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে এই তার প্রথম ও শেষ চিঠি।

নজরুল তার প্রথম প্রেম জীবন থেকে মুছে ফেল্লেও নাগিস তা পারেননি। নাগিস এত বৎসর পর খোন্দকার মোজাম্মেল হককে বল্লেন—নজরুলকে আমি ভালবাসি—যে পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব তার জন্য দোয়া করব। যদিও সারাটি জীবন নজরুল আমাকে কষ্ট দিয়েছে।

বিয়ের রাতে মধুর স্মৃতির কথা উল্লেখ করে বল্লেন—"কমরেড মোজাফ্‌ফর এ বিয়ে যাতে না হয়, হলেও যাতে ভেঙ্গে যায় তজ্জন্য ইন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত ও গিরিবালাকে চিঠি দিয়েছিলেন। দুলির (আশালতা) মার সঙ্গে নজরুলের সখ্যতাই তাদের বিয়েকে অনিবার্য করে তুলে। সেন পরিবার চক্রান্ত করে দুলির বিয়ে দেয়"।

খোন্দকার মোজাম্মেল হক অনেক কষ্ট করে, অনেক খুঁজে নাগিসের সঙ্গে দেখা করে কথাগুলো আদায় করেছিলেন। ইতিপূর্বে নাগিস কারো কাছে এসব কথা খুলে বলেননি, দেখাও দেননি।

জনাব লুৎফুর রহমান জুলফিকার 'কবি নজরুল ও নাগিস' নামক প্রতিবেদনে লিখেছেন—

"কাজীদার সাংসারিক জীবনে যদি মুসলিম বিদুষী মহিলা নাগিস আসার খানম কাজীদার স্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতেন তাহলে আমার বিশ্বাস কাজীদার সাংসারিক জীবন এমন বিপর্যস্ত হতনা। আমি এই কথা আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, নাগিস আসার খানম ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্না—বহুগুণে গুণান্বিতা সুগৃহিনী। তার সুগঠিত স্বাস্থ্য-শরীর চেহারা এক কথায় তার অঙ্গ সৌষ্ঠব ছিল সত্যি অনেকটা তুর্কী রমণীর মত।

দেশ বিভাগের পর আমি ঢাকা থেকে যখন আমার সম্পাদিত

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক 'নতুন দিন' প্রকাশ করি তখন ১৩নং বাংলাবাজারে অবস্থিত 'নাগিস ম্যানসনে' আমার পত্রিকার অফিস ও বাসা দুই ছিল। আমি চার পাঁচ বৎসর এ বাড়িতে থেকে পত্রিকা বের করি। এ সময় নাগিস আসার খানমের সঙ্গে আমার বেশ জানা শোনা ও পরিচয় হয়। তখন দেখতে পেয়েছি মহিলা খুব ধীর, স্থির, জ্ঞানী, হিসেবী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সুশীলা রমনী। তার কথা-বার্তা ও আচার আচরণে মুগ্ধ হয়েছি।

আমি অনেকবার তার সঙ্গে কাজীদার কথা নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন উত্থাপন করেছি। তিনি সজল নয়নে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন - - - - - নাগিস আসার খানম কলতা বাজারের একটি বাড়ীতে থাকতেন। কিন্তু প্রায়ই বাংলা বাজারের নাগিস ম্যানসনে আসা যাওয়া করতেন। তাদের একটি ছেলের নাম ছিল আজাদ আর মেয়ের নাম শাহানা। - - - - আমার বাসায় কাজী নজরুলের বিভিন্ন রকমের কয়টি বাঁধানো ছবি ছিল। তিনি হঠাৎ করে কখনও সেগুলার দিকে তাকিয়ে থেকে দু'নয়নের জলে কেঁদে ফেলতেন।

চরম দূর্ভাগ্যের বিষয় আজ কাজিদা বেঁচে নেই, প্রমিলা দেবী বেঁচে নেই, আজিজুল হাকিমও বেঁচে নেই। কিন্তু কাজীদার প্রথম প্রণয়ের পরশ কুমারী সেই প্রেয়সী আজও বেঁচে আছেন এবং তার একমাত্র পুত্র ডাঃ আজাদ ফিরোজের সঙ্গে সুদূর লণ্ডনে অবস্থান করছেন। কবি নজরুল নিজেই ইরানের নাগিস ফুলের সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করে তার নাম রেখেছিলেন নাগিস আসার খানম। পিতা মাতার দেয়া নাম ছিল সৈয়দা খাতুন ওরফে জোবেদা খাতুন। ডাক নাম ছিল জুবী।

পরম পরিতাপের বিষয় নাগিস আসার খানমের সঙ্গে কাজীদার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। - - সকলেই সযত্নে জেনে অথবা না জেনে আসল ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেছেন।"

—একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হতে।

www.pathagar.com

১৯৮৪ সালের ২৩শে নভেম্বরের সোনার বাংলায় নজরুল ও নাগিসের বিবাহ সম্পর্কে বুলবুল ইসলাম 'ঝরা পালক' নামে প্রবন্ধে লিখেছেন—

"১৯২৭ সালের ২১শে চৈত্র (১৯২১ সালের এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ) নজরুল তার অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ সুখ্যাত ঐতিহাসিক নাট্যকার, প্রকাশক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আলী আকবর খানের (১৮৮৯-১৯৭৭) আমন্ত্রণে এবং তারই সঙ্গী হয়ে সর্বপ্রথম দৌলতপুরের পথে কুমিল্লায় পদার্পন করেন। কুমিল্লা শহরের কান্দির পাড়াস্থ বসন্ত কুমার সেন গুপ্তের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণ করে ২৩শে চৈত্র বিকালে দৌলতপুরে যান। সেখানে তিনি ১৩২৮ সালের ৪ঠা আষাঢ় মোতাবেক ১৯২১ সনের ১৯শে জুন শনিবার সকাল অবধি প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেন। ----১৩২৮ সালের ৩ আষাঢ় (১৯২১ সালের ১৮ই জুন) শুক্রবার গভীর রাতে জমিদার সুলভ শান শওকতে ইসলামী বিধান মতে নাগিস নজরুলের প্রণয় পরিগ্রহ করে এবং অতঃপর রচিত হয়— 'ক্ষণিকের মধুবাসর'। পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা আষাঢ়, সকাল বেলা সকলকে বলে কয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে নব বিবাহিতা স্ত্রীকে দেশের বাড়ীতে নেবার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্তের সঙ্গী হয়ে তিনি দৌলতপুর থেকে বিদায় নেন।"

এই হল নজরুলের সঙ্গে নাগিসের ছাড়াছাড়ি—উভয়ের মধ্যে আর কখনো মিলন ঘটে নাই। নজরুল পরবর্তী কালে লিখেছিলেন—

"বাসর রাতে হারায়ে তোমায় পেয়েছি চির বিরহ"।

এক যুগেরও পরে নাগিসের অন্যত্র বিবাহ হয়। বুলবুল ইসলাম তার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন—

"১৯৭৮ এর শেষ দিকে আমি যখন যশোরের আধুনিক সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে চিকিৎসাধীন তখন তিনি (নাগিস) মান-

www.pathagar.com

চেষ্টার চলে যান"।

অন্য এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে তিনি ছেলে ডাঃ আজাদের কাছে অবস্থান করতেছেন।

১৯৮৫ সালের ১২ই এপ্রিল সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় 'দৌলতপুরে নজরুল মেলা' নামক প্রবন্ধে জনাব কাউসার হুসাইন লিখেছেন—

---"১৩২৭ বাংলার ২৩শে চৈত্র আলী আকবর খাঁর সাথে ঝাকড়া চুলের একটি যুবক কোলকাতা থেকে কুমিল্লার দৌলতপুরে এলেন। মেহমান হলেন খাঁ বাড়ীর। --- আলী আকবর খানের ভাগ্নী নাগিস আসার খানম যুবরাজ, প্রিন্স ও জুবি যার ডাক নাম—যুবকটির ভালোলাগা, ভালবাসায় অভিসিক্ত হলেন। ১৩২৮ বাংলা ৩রা আষাঢ় জুবি আর যুবকটির বিয়ে হল। তারপর --- তারপরের ইতিহাস আপাততঃ উহ্য থাক। ---

---আরেক ২৩শে চৈত্রে মানে গত সপ্তাহে (১৯৮৫) আমরা তিনজন ঢাকাবাসী এসে উপস্থিত হলাম দৌলতপুরে খাঁ বাড়ীতে। কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কবি সোলায়মান আর আমি। নজরুল চর্চা ও নজরুল গবেষণার জন্যে স্মৃতি বিজড়িত দৌলতপুরে গড়ে উঠেছে নজরুল নিকেতন। ---মেলার আয়োজন করা হয়েছে খাঁ বাড়ী প্রাঙ্গণে। আমরা যখন প্রবেশ করি তখন মাইকে বাজছিল—

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখো তারে? ---

নাগিসের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর নাগিসকে উদ্দেশ্য করে নজরুল এ গানটি রচনা করেছিলেন"।

---নজরুল নিকেতনের পরিচালক নজরুল গবেষক বুলবুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে বলেন—"আলী আকবর খানই ছিলেন নজরুলের প্রকৃত বন্ধু।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন ইসলামী চিন্তা ধারার লোক। ফলে তার সাথে কমরেড মোজাফ্‌ফরের চিন্তাধারার বিরোধ ছিল। মোজাফ্‌ফর চাননি আলী আকবর খানের সহিত নজরুলের আত্মীয়তা গড়ে উঠুক। এ জন্য তিনি ও কুমিল্লার সেন পরিবারের মত নজরুলের তথাকথিত বন্ধুরা চক্রান্ত করে নার্গিস ও নজরুলের বিচ্ছেদ ঘটান এবং মোজাফ্‌ফর তাঁর স্মৃতি কথায় এ জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে নজরুলের দৌলতপুর অধ্যায়কে কলংকময় করে দেখাতে চেয়েছেন"।

কমরেড মোজাফ্‌ফর লিখেছেন—"নজরুল দৌলতপুরে গৃহবন্দী ছিলেন এবং এজন্য একটি কবিতাও তিনি এখানে লিখেননি"।

বুলবুল ইসলাম তার প্রতিবাদে বলেন, একথা ভুল। কবি নজরুল কমপক্ষে ২৬টি কবিতা এখানে (দৌলতপুরে) রচনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে মতিউর রহমান মল্লিক বলেন—নজরুলকে নিয়ে আগেও ষড়যন্ত্র হয়েছিল, এখনও হচ্ছে।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান শেলী 'স্মৃতির দর্পণে নজরুল' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে নজরুলের দৌলতপুর আগমণ, নার্গিসের সঙ্গে বিবাহ ও বিবাহের পরদিনই সকালে হঠাৎ দৌলতপুর ত্যাগ ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। জনাব শেলীর দৌলতপুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তাঁর বর্ণনা যে বাস্তব পটভূমিকার উপর নির্ভরশীল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণের অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করি না। তার প্রবন্ধটি ১৯৮৪ সালের ২৯শে আগষ্টে দৈনিক জালালাবাদে বের হয়েছিল। এখানে তার কিছু উদ্ধৃতি আমরা তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন—

"----১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় (১৯২১ সালের ১৮ই জুন) শুক্রবার গভীর রাতে নজরুল ও নার্গিসের বিবাহ হয়। কিন্তু নার্গিসের

www.pathagar.com

দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়নি। এ বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে কুমিল্লা থেকে এসেছিলেন সেন পরিবার। এই সেন পরিবারের প্ররোচনায় বিয়ের পর-দিন খুব ভোরে নজরুল কুমিল্লার উদ্দেশ্যে দৌলতপুর ত্যাগ করেন এবং নজরুলের তথাকথিত বন্ধু সুচতুর রাজনীতিবিদ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ নেপথ্যে থেকে সেনদের পরিচালিত করেন এবং নজরুল নার্গিসের বাঞ্ছিত ও আকাঙ্খিত সুন্দর দাম্পত্য জীবনকে বিফলে দেন।

- - - বোধগম্য কারণেই নজরুল জীবনের এ অধ্যায়টির আলোচনা অনেক-দিন পরেও যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

- - - কবি নজরুল যেদিন দৌলতপুর আসেন সেদিন সমস্ত গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছিল। আলী আকবর খাঁ আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন তার বাড়ীতে এক কবি আসবেন।"

- - - - পুরাতন একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখা রয়েছে—

"- - কবিকে আমরা বর্দ্ধ মাইন্যা কবি বলে ডাকতাম। তার কোন বার বাড়ী, ভিতর বাড়ী ছিলনা. সর্বত্র তার গতি ছিল অপ্রতি-রোধ্য। বজলু খানের (আলী আকবর খান) মেজ বোন নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি বাড়ীতেই থাকতেন. তিনি কবিকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কবির সকল আব্দার রক্ষা করতেন। নজরুল তাকে সারাক্ষণ মা মা বলে ডাকতেন।

- - - আরেক দিনের ঘটনা—

সেবার বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে রমজান ছিল। একদিন খাঁ বাড়ীতে এসে দেখি কবি বা হাতে একটি মুরগীর পা নিয়ে বেদম চিবুচ্ছেন। - - - অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কি কবি সাব। শুনেছি বর্দ্ধমানের কাজি বংশদি ঘরের লোক। রমজান মাসে দিন দুপুরে মাংস চিবানো কেমন-তরো কাজীর কাজ ?

www.pathagar.com

কবি খুব একচোট হেসে নিলেন। মাথার চুলের বাবরিটা এক দিকে ঝাকা দিয়ে ফেলে, হাসতে হাসতেই বললেন—"দেখুন পাপও করিনা, পাপের প্রায়শ্চিত্যও করিনা। প্রায়শ্চিত্য ত তাদেরই করা উচিত যারা পাপ করেন। এই বলে আবার হো-হো করে হাসলেন।"

১৯২৮ সালের বোশেখের শেষের দিকে আলী আকবর খানের অগ্রজ নজাবত আলী খানের মেয়ে আম্বিয়া খানম মানিকের বিয়ে---॥ সেই বিয়েতে বরযাত্রীদের সঙ্গে আবদুল জব্বারের ছোট বোন সৈয়দা খাতুন (নার্গিস) ও এসেছিলেন। আলী আকবর খান তাকে স্নেহ করে ডাকতেন যুবরাজ (প্রিন্স) বলে। এই বিয়ের আসরেই নজরুলের সাথে জুবির (নার্গিস) প্রথম দেখা। আম্বিয়ার বিয়েতে জুবি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়েছিল। নজরুল সেই বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রথম দর্শনেই জুবির গান শুনে ও রূপ দেখে তাকে ভালবেসে ফেলেন। ---জুবির বয়স ছিল ষোল সতের। --- কবি যেমন জুবির প্রেমে পড়েছিলেন জুবিও কবির প্রেমে পড়েছিলেন। নজরুল জুবির নতুন নাম দিলেন নার্গিস। নার্গিসের প্রেমে নজরুল অসংখ্য গান ও কবিতা লিখেছিলেন।

নার্গিস নজরুলের প্রেম চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেল। তখন নজরুলের আগ্রহেই বিয়ের তারিখ ঠিক হয় আষাঢ় মাসের ৩রা তারিখ। বজলু খানের নিঃসন্তান বোন এ বিয়েতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। অত্যন্ত জাঁক জমকপূর্ণ পরিবেশে বিবাহ হয়।

---- কুমিল্লা থেকে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন বিরজা সুন্দরী দেবী, গিরিবালা দেবী, বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত, ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, দুলি, কমলা প্রভৃতি। --- বিয়ের পরদিন ভোরেই কবি দৌলতপুর ত্যাগ করে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কারণ কুমিল্লা থেকে আগত সেন পরি-

www.pathagar.com

বারের আলী আকবর খানের বাড়ী পছন্দ হয়নি। তারা এসেই যাচ্ছে তাই রূপে খান সাহেব ও কবির সাথে ব্যবহার করতে থাকেন।

তারা কবিকে এক রকম, আলি আকবর খানকে আরেক রকম বুঝিতে শুরু করেন। তাদের আচরণে খাঁ বাড়ীতে একটা থম থমে ভাব বিরাজ করছিলো। ১৩২৮ সালের গভীর রাতে নার্গিস নজরুলের বিয়ে হয়। বিবাহ পড়িয়েছিলেন নার্গিসের বড় ভাই মুন্সী আবদুল জব্বার। উকিল হয়েছিলেন আলতাফ আলী খান। বর ও কন্যা পক্ষের সাক্ষী হয়েছিলেন যথাক্রমে— সাদত আলী মাষ্টার, সৈয়দ আলী মাষ্টার। পঁচিশ হাজার টাকার কাবিন হয়েছিল। শুনেছি আলী আকবর খান নার্গিস ও নজরুলকে ঢাকায় কিংবা কলিকাতায় একটা বাড়ীও কিনে দেবার কথা বলেছিলেন। এর আগে নার্গিস দৌলতপুরে থাকতে পারবে কিংবা কবি ইচ্ছা করলে তাকে সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারবেন।

বিবাহের পর পরেই নজরুল নার্গিসকে তার সাথে চলে যাবার প্রস্তাব করেন। নার্গিস কবিকে অন্ততঃ কিছুদিন থাকতে অনুরোধ করেন। কবি তার কথা রাখলেন না। তিনি বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে দৌলতপুর ত্যাগ করলেন। নজাবত আলী খান তাদেরকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন।

নজরুল বলেছিলেন কিছুদিনের মধ্যে ফিরবেন। কিন্তু কবি তার কথা রাখেননি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৮৬ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে ৮৫) শুক্রবার সারাদিন ব্যাপি (কুমিল্লার দৌলতপুরে) নজরুল জয়ন্তির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক সৈয়দ আমিনুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত পরি-

www.pathagar.com

চালক কবি আল মাহমুদ। - - -

- - - - - নাগিসের বাড়ীতে (মুনশী বাড়ী) অতিথিরা নজরুলের স্নেহ ধন্যা আঞ্জিয়া খানম মানিকের সাথে এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

- - - - জেলা প্রশাসক ও কবি আল মাহমুদ আঞ্জিয়া খানমকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। এক প্রশ্নের জবাবে আঞ্জিয়া খানম বলেন—কুমিল্লা থেকে আগত সেন পরিবারের বিরজা সুন্দরী দেবী ও গিরিবালা দেবীরাই নজরুলকে বিবাহ বাসরে বিষিয়ে তুলেন। এতদ্ সত্ত্বেও তাদের বিয়ে হয়। পরদিন সকাল বেলা নাস্তা করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আবার আসবেন ও নাগিসকে বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসে নিজ দেশে নেবেন বলে জানিয়ে বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্তের সঙ্গী হয়ে নজরুল কুমিল্লা চলে যান।

সেখান থেকে চিঠি লেখেন বলেও আঞ্জিয়া খানম জানান। পরবর্তী-কালে অনেক চেষ্টা করেও কবিকে আর আনা যায়নি বলে আঞ্জিয়া খানম দুঃখ করে বলেন। - - - - -

(সংগ্রাম ২৭ জুন ১৯৮৫)

www.pathagar.com

নার্গিসের জীবনাবশান

৮৫ সালের ১৭ই জুনের একটি সংবাদের প্রতি নজর পড়ল। দৈনিক সংগ্রামের ষ্টাপ রিপোর্টার লিখেছেন—

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১মা স্ত্রী নার্গিস আসার বেগম গত ২রা জুন যুক্তরাজ্যের মাঞ্চেষ্টার শহরে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি এক ছেলে এক মেয়ে ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

- - - - ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় (১৯২১ এর ১৮ই জুন) কবি নজরুলের সাথে তার বিয়ে হয়। ১৯৩৭ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯৩৮ সালে কবি আজিজুল হাকিমের সাথে তিনি ২য় বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছেন। মেয়ে শাহিনা আখতার মনি এক সময়ে ঢাকা কলেজের জীব বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ছিলেন। বর্তমানে কানাডায় অধ্যাপনা করছেন। তার ছেলে জগলুল আজাদ একজন ডাক্তার, মাঞ্চেষ্টারে বাস করতেছেন।

নার্গিস আসার বেগম তাহমিনা, ধূমকেতু ও পথিক হাওয়া ছাড়াও বহু পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ১৯৮০ সালে সিরাজগঞ্জে যমুনা সাহিত্য গোষ্ঠি তাকে সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যা বিনোদিনী খেতাবে ভূষিত করে - - -।

——

www.pathagar.com

বিবাহটি ইসলামী বিধান মতে হয়েছিল। কিন্তু পাত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই।

* * *

আশালতা দেবীকে (প্রমিলা) বিবাহ করা নিয়ে আরও কিছু কথা ঃ

কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ তাঁর স্মৃতি কথায় নজরুলের বিবাহ নিয়ে কিছু লিখেছিলেন। তার জবাবে সূফী জুলফিকার হায়দর তাঁর বইব পরিশিষ্টে লিখেছেন—

"—আমি নজরুল ইসলামের বিবাহের ব্যাপারটাই বুঝিনি। বুঝবো কি করে। বুঝবার ও জানবার একমাত্র সিদ্ধ পুরুষ তিনি।

কিন্তু তাই বলে বিয়ের ব্যাপার বুঝিনা? - - - এই আন্তরিতায় তিনি মোগল বাদশাহের হিন্দু বেগমদের বিগ্রহ স্থাপন এবং পূজা পার্বন চালাবার কথা তুলেছেন। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করি এই সকল খেলাফ-কর্ম ইসলাম ধর্ম সম্মত ছিল কিনা তাকে কে বলেছে? রাজা বাদশাহর অন্দর মহলে কোন কর্মটা না হয়? হিন্দু বেগমদের প্রভাব বাদশাহ ও সম্রাটদের জীবনে কি বিপর্যয় ডেকে আনেনি?

এখানে আমি মুসলিম কবি সম্রাটের প্রতি বন্ধু প্রীতির জন্যই তার বিবাহ সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করেছি। মোগল আমলের শেষ দিকে এই প্রভাব যে কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠেছিল দায়াশাকো তার প্রমাণ। সুতরাং নজরুল ইসলামের মত একজন কবির জীবনে এ প্রভাব যে মারাত্মক হতে পারে তা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন করে না। সত্যকে প্রকাশ করার নাম বিরোধিতা নয়। নজরুল জীবনের কোন বিশেষ গোঁজামিলকে বিশ্লেষণ করার অর্থ অনুদারতা নয়, মনস্তাত্বিক সংকীর্ণতাও নয়।

www.pathagar.com

কবি নজরুলের প্রেম

১৯২৮ সালে নজরুল এলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশনে। আড়াই মাসের মত তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন।

ফজিলতুন্নেছা তখন অংক শাস্ত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বিভাগে ১ম হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কাজী মোতাহের হোসেনের সঙ্গে ফজিলতুন্নেছার ছিল আত্মীয়তা। তাঁরই মধ্যস্থতায় ফজিলতুন্নেছার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল মোতাহের হোসেনের মাধ্যমে ফজিলতুন্নেছাকে চিঠি লিখতে থাকেন।

- - - ফজিলতুন্নেছাই একমাত্র মহিলা যিনি নজরুলের প্রেম নিবেদনে সাড়া দেন নাই, দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তাকে উদ্দেশ্য করে নজরুল লিখেন—

তুমি বাস কর উর্দ্ধে মহিমা শিখরে,
নিষ্প্রাণ পাষান দেবী
কভু মোর তরে নামিবে না প্রিয়ারূপে ধরার ধূলায়।

ফজিলতুন্নেছা—ধরার-ধূলায় ত নেমে আসলেনই না অধিকন্তু নজরুলকে বেশ কড়া ভাষায় একখানি চিঠি লিখে বসলেন।

নজরুল ইসলাম তার 'সঞ্চিতা' প্রথমতঃ ফজিলতুন্নেছার নামে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষটায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন।

ফজিলতুন্নেছা হাইয়ার ষ্টাডির জন্য বিলাতে চলে যান। সেখান

www.pathagar.com

প্রমিলার সঙ্গে বিবাহ

আজহার উদ্দিন খান লিখেছেন—কলকাতার ৬নং হাজী লেনে গিরি-বালা সেন গুপ্তের কন্যা প্রমিলা সেন গুপ্তের সহিত নজরুল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিবাহের পর নজরুল হুগলীতে গিয়ে বাসা বাধলেন।

রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে মিসেস এস, রহমানের উদ্যোগে আশালতার সহিত নজরুলের বিবাহ হয়।

আবদুল মন্নান সৈয়দও এই বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই বিবাহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন খান মুঈন উদ্দিন তাঁর "যুগ স্রষ্টা নজরুলে"। লিখেছেন—একদিন হুগলী থেকে মিসেস এস, রহমান আমাকে লিখলেন নজরুলের বিয়ে। এর আয়োজন খুব তাড়া-তাড়ি করতে হবে। পিছনে ঢের শত্রু। বেশী হৈ চৈ করোনা।

বিয়ের আয়োজন আর কি, মিয়া বিবি রাজী। গহনা পত্র, কাপড়-চোপড়, খাওয়া দাওয়ায় কোন হাঙ্গাম নাই। যা করতে হয় সব একা মিসেস এস, রহমান করবেন। (এই এস, রহমানকে উদ্দেশ্য করে নজরুল কবিতা লিখেছিলেন)----২৫শে এপ্রিল ১৯২৪ সাল, শুক্রবার বেলা আড়াইটায় উপস্থিত হলাম। ----আধুনিক যুগে হিন্দু মুসলমানের বিবাহ এই প্রথম। মুসলমান এবং হিন্দু উভয় পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। ---কবির অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুরা যে একেবারে জানতেন না এমন নয়। তবে সঠিক তারিখটি

www.pathagar.com

সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। ---

মৌলবী মঈন উদ্দিন হোসেন সাহেবকে কাজী মনোনিত করা হল। আবদুস ছালাম সাহেব উকিল নিযুক্ত হলেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও আমি সাক্ষী হলাম।

অনেক আলাপ আলোচনার পর স্থির হয়েছিল মুসলমানী মতেই বিয়ে হবে। আমরা বল্লাম কনেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হোক। কবি এতে রাজী হলেন না। বল্লেন কারুর ধর্মমত সম্বন্ধে আমার কোন জোর নাই। ইচ্ছা করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে করতে পারেন। অনেক আলোচনার পর বিয়ে হয়ে গেল।

বিবাহের পর নজরুল হুগলীতে বাসা বাধলেন। খান সাহেব আরও লিখেছেন, বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ মিসেস এস, রহমানের চিঠি পেয়ে হুগলী গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম নজরুলের বৈঠকখানা নিমন্ত্রিত-দের কলহাস্যে মুখরিত। তারমধ্যে রয়েছেন দীনেশ রঞ্জন দাস, অচিন্ত্য সেন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনী কান্ত সরকার প্রমুখ কল্লোল দল। আর মুঈন উদ্দিন হোসেন, ডাঃ লুৎফুর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং আরও দু'একজন মুসলমান সাহিত্যিক।

ইতিমধ্যে কাজী সাহেবের একটি ছেলে ভূমিষ্ট হয়েছে, আজ তার আকিকা উৎসব।

* * *

নজরুলের দ্বিতীয় বিবাহের কথা উল্লেখ করে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন—

মিসেস এস, রহমানের বিশেষ সাহায্যে ২৫শে এপ্রিল ১৯২৪ সাল, ৬নং হাজী লেনের একটি বাড়ীতে আশালতার সঙ্গে বিবাহটি সম্পন্ন হয়। ----

www.pathagar.com

থেকে আসার পর নজরুলের সঙ্গে তার আর যোগাযোগ ঘটেনি।

ফজিলতুন্নেছা সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন—

ফজিলতুন্নেছা নাম্নী তরুণী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী এবং সেকালের তুলনায় বেশ স্বেচ্ছাচারিণী। নজরুল ভীষণভাবে তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। নজরুল ও ফজিলতুন্নেছার মধ্যে সেতুর মত ছিলেন কাজী মোতাহের হোসেন, যিনি ছিলেন নজরুলের বন্ধু ও ফজিলতুন্নেছার ভ্রাতা। প্রথম দিকে ফজিলতুন্নেছা নজরুলকে কতটুকু আশ্রয় দিয়েছিলেন তা জানা যায় নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নজরুলকে তিনি পাত্তাই দিলেন না। উপরন্তু ব্যঙ্গ করলেন। এ বিষয়টি ঘটে আশালতাকে বিয়ে করার চার বৎসর পর।

ফজিলতুন্নেছা যদি সিরিয়াস হতেন, তাহলে আরও একটা কিছু ঘটার সম্ভাবনাকে বোধহয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যেতনা।

বেগম ফজিলতুন্নেছার মত নামী দ্বিতীয় কোন মুসলিম মহিলার নাম আমাদের কানে আসেনি। কৃতিত্বের জন্য কোলকাতার এলবার্ট হলে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়।

তিনি ছিলেন আত্মসচেতন ও সংযমী এবং তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্য সাধারণ।

ফজিলতুন্নেছা স্বামী রূপে বরণ করেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ধর্মবেত্তা ও সুফী দরবেশ খান বাহাদুর আলহাজ্ব আহসান উল্লাহ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ব্যারিষ্টার শামসুদ্দোহাকে।

ফজিলতুন্নেছা ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ, নারী প্রজাতির অন্যতম অগ্রনায়িকা।

* * *

www.pathagar.com

কিছুদিন আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় জাফরুল্লাহ খান জুয়েল নজরুল-ফজিলতুন্নেছা ব্যাপারটি লিখতে গিয়ে বলেছেন, কবি নজরুলের হৃদয়ের রাণী ছিলেন মিস ফজিলতুন্নেছা।

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন। স্থান ঢাকা। নজরুল এলেন এই সম্মেলনে। সেবার কবি ঢাকাতে দু'দিন থেকে কৃষ্ণনগরে চলে যান। ১৯২৮ সনে ঢাকাতে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন। কবি তার স্বরচিত 'চল্ চল্ চল্' গানটি গেয়ে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এবার আড়াই মাসের মত তিনি ঢাকায় থাকেন—এবং এই সময়েই তিনি ফজিলতুন্নেছা নামে এক মহিলার প্রেমে পড়েন।

এর আগে নজরুলের সঙ্গে প্রমিলার বিয়ে হয়েছিল ১৯২৪ সালে। (তারও আগে নজরুলের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল নার্গিসের। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাত কারণে নজরুল নার্গিসকে ছেড়ে চলে যান কলকাতায়)।

ফজিলতুন্নেছার পিতার নাম আবদুল ওয়াহেদ খান। তার অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। নিজের প্রবল আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ে মিস ফজিলতুন্নেছা সেকালের মুসলিম নারী হয়েও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং বিলাতে গমন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম মুসলিম নারী এই মহিলা অংক শাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ----ফজিলতুন্নেছা বিলাত গমণের প্রাক্কালে 'সওগাত' সম্পাদক নাসিরুদ্দিন কলকাতায় 'সওগাত' অফিসে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন।

ফজিলতুন্নেছাকে উদ্দেশ্য করে নজরুল ইসলাম তাঁর স্বরচিত গান ঐ অনুষ্ঠানে গেয়ে শোনান।

www.pathagar.com

- - - চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে
ফুটে ফুল নিত্য যেথায়
জীবনের ফুল্ল শাখে ॥
থেকোনা স্বর্গে ভুলে
এ পারের মর্তকুলে
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদী বাঁকে ।।

কাজী নজরুল ফজিলতুন্নেছার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা কাজী মোতাহের হোসেন ছাড়া আর কাউকে জানতে দেননি। মোতাহের হোসেন ফজিলতুন্নেছাকে বোন ডাকতেন। মোতাহের হোসেন ও তার বোনকে লেখা নজরুলের ক'টা চিঠি থেকে স্পষ্টতই ফজিলতুন্নেছার প্রতি তাঁর অনুরাগ বুঝা যায়। মোতাহের সাহেবের কাছে লেখা নজরুলের চিঠিগুলা পড়লেই বুঝা যায় যে ওগুলো তাঁর বোন পড়বে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা।

২৫/২/২৮ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে লিখেছিলেন—এ চিঠি শুধু তোমার ও আরেকজনের। একে সিক্রেট মনে কর। চিঠিটা আরেক-জনকে দিও দু'দিনের জন্য।

১০/৩/২৮ লিখেছিলেন—আচ্ছা ভাই, তোমার সব চিঠি কি তোমার বোনকে দেখাও? - - - -

নজরুল নিঃসন্দেহে ফজিলতুন্নেছাকে ভাল বেসেছিলেন গভীরভাবে। - - - কিন্তু মনে হয় ফজিলতুন্নেছাই একমাত্র মহিলা যিনি নজরুলের প্রণয়ের আহ্বানে সাড়া দেননি—এবং দৃঢ়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সৈয়দ আলী আশরাফ লিখেছেন—কাজী মোতাহের সাহেবের

www.pathagar.com

কথাতেও বুঝা যায় এই প্রণয় একতরফা ছিল।

ফজিলতুন্নেছার কাছ থেকে শক খেয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে কৌতুক-ময়ী কবিতায় নজরুল বলেছেন—

"তুমি বসে রবে উর্দ্ধে মহিমা শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ দেবী ?
কভু মোর তরে নামিবে না প্রিয়ারূপে ধরার ধূলায় ?

তারপর সম্ভবতঃ মোতাহের হোসেনকে সখী (সখা) হিসাবে এবং ফজিলতুন্নেছাকে বধূ হিসাবে কল্পনা করে কবি লিখেছেন—

"সখি, বলো বধূয়ারে, নিরজনে
দেখা হলে রাতে ফুলবনে।"

---নজরুল তার স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন 'সঞ্চিতা' ফজিলতুন্নেছাকে উৎসর্গ করেন। ---কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর সঞ্চিতা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন কেন তা বুঝা কঠিন।

---ফজিলতুননেছা নজরুলকে একটা চিঠি লেখেন ১৯২৮ এর মার্চে, বেশ কড়া ভাষায়। ----

ফজিলতুননেছা বিলাত থেকে ফেরার পর নজরুল ও তার মাঝে কোন যোগাযোগ ঘটেনি। অর্থাৎ এ পর্বের এখানেই শেষ। ----

* * *

রাণু সোমকে নিয়ে নজরুলকে কি বিপদেই না পড়তে হয়েছিল এবং কি বীরত্ব প্রদর্শন করেই না তিনি সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। সে সম্পর্কে কাজী মোতাহের হোসেন লিখেছেন—

---নওযোয়ান হিন্দু ছোকরারা একজন মুসলমান (বা মুসলা) যুবক প্রতিভা সোমকে দিন নেই রাত নেই যখন তখন গান শেখাতে আসবে

www.pathagar.com

তা সহজমনে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই একদিন রাত দশটা-এগারটার সময় রাণুদের ঘর থেকে গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় অন্ধকারে পাঁচ সাতজন যুবক নজরুলকে লাঠি-সোটা নিয়ে আক্রমণ করে।

নজরুল একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে দু'এক ঘা কষে লাগিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসেন বর্দ্ধমান হাউসে। দেখলাম জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে, হাতে পিঠে রক্ত আর পিটুনির দাগ - - -।

- - - - নজরুল ঢাকা থেকে কোলকাতায় ফেরার মাস দশেক পরে রাণু সোম কোলকাতায় যান। - - - রাণু সোম তার পিসিমার বাসায় উঠেন। নজরুলের সেখানেও অবাধ যাতায়াত ছিল।

শেখ নুরুল ইসলাম তার "নজরুল জীবনের একান্ত উপাখ্যানে" লিখেছেন—

কোলকাতায় চিহ্নিত সাহিত্যিক মহলেও রাণুসোম ও নজরুলের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষা ও রসালাপ চলতে থাকে। এ নিয়ে সজনী দাসের শনিবারের চিঠিতে নজরুলের "কে বিদেশী মন উদাসী, বাঁশের বাঁশী বাজাও বসে" গানটির প্যারেডি প্রকাশিত হয়—

'কে বিদেশী বনগাঁবাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে
বাঁশী সোহাগে ভিরমী লাগে
বরভুলে যায় বিয়ের কনে।

* * *

রাণু সোম ছাড়াও এই সময়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ—সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা—উমা মৈত্রের সাথে নজরুল ঘনিষ্ঠ হন। নোটন থাকতেন তার পিতার সাথে রমনা হাউসে। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তিনি। - - - - সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগই ছিল নজরুলের সাথে তার পরিচয়ের সূত্র।

www.pathagar.com

নোটনদের পরিবারের সাথেও নজরুলের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। --- নজরুল একটি গানে নোটনকে স্মরণীয় করে রেখেছেন—"নাই দিলে নোটন খোঁপায় ঝুমকো লতার ফুল।" ----

--- এ ভাবেই সে বছর প্রথমদিকে ঢাকায় এসে নজরুল ফজিলতুন্নেসার কাছ থেকে যে আঘাত পেয়েছিলেন সেটা গানে গানে সুরে সুরে রাণুসোম আর নোটনের সান্নিধ্যে এসে ভুলতে চেয়েছিলেন। --- বিশেষ করে রাণুসোম যে প্রথম দর্শনেই নজরুলের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন রাণু-সোমের স্মৃতি কথায়ই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শেখ নুরুল ইসলাম লিখেছেন—অনেকের ধারণা 'বর্ষবাণীর' সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরীর সাথেও নজরুলের হৃদয়ঘটিত ব্যাপার-স্যাপার ছিল। ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে নজরুল জাহানারা চৌধুরীকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যান। --- নজরুল তার কবিতায় জাহানারা চৌধুরীকে সুখ বিলাসিনী পারাবত বলতে চেয়েছেন। --- জাহানারার জন্য তিনি স্বপনমায়া নামটি রচনা করেন।

কৃষ্ণনগরে নজরুলের নাম পড়ে গিয়েছিল 'কলির কেষ্ট' সেখানে বহু নারীর সাথে তাঁর আলাপ পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয়। --- তার বিরাট প্রেমিক মন অনেককে প্রেম বিলিয়েছিল। --- কৃষ্ণনগর থাকা-কালের কিছু ঘটনা তাঁর বন্ধু ও প্রতিবেশী আকবর উদ্দিন সাহেবও বর্ণনা করে গেছেন।

শেখ নুরুল ইসলাম নজরুলের কিশোর বয়সেরও কিছু প্রেমঘটিত ব্যাপার উল্লেখ করে পরিশেষে লিখেছেন—নজরুলের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও অনন্য সাধারণ সুন্দর দেহ কান্তির আকর্ষণ গুণে বহু নারী তার জীবন-বীণায় ঝংকার তুলেছেন। তাদের অনেকের কথা বলা হয়েছে। অনেকের কথা বাকী রয়ে গেছে। আবার যাদের কথা বলতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছি তাদের কথাও সবটুকু বলা হয়নি—।

- - - সুসাহিত্যিক আজহার উদ্দিন খান বাংলা সাহিত্যে নজরুল গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন—"তার গান ও আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে জনৈক হিন্দু মহিলা নিজ গলার হার খুলে নজরুলকে উপহার দেন। তখনকার সমাজ এই সামান্য জিনিষটাকে সুস্থ চিত্তে ও খোলাভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলমান তরুণের উপর মেয়ের এই টান তাঁর পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বজন ধিক্কারের চোখে দেখেছিলেন। সমাজের গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হয়ে মেয়েটি নাইট্রিক এসিড পান করে আত্মহত্যা করে—"।

নজরুলের গান তাঁর সুন্দর নধর কান্তি সর্বোপরি তার খামখেয়ালী স্বেচ্ছাচারীতা শুধু তার জীবনই ব্যর্থ করে দেয়নি, বেশ কিছু জীবনের ব্যর্থতা ও অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল।

www.pathagar.com

মার সঙ্গে কবির সম্পর্ক

আট বৎসর বয়সে কবির বাবা মারা যান। পড়াশুনা বেশী হলনা ভবঘুরে জীবন কাটালেন। তারপর আবার আসলেন স্কুলে। হাইস্কুলের পড়া শেষ করতে পারলেন না। আসল প্রথম মহাযুদ্ধ। সৈন্য বিভাগে ঢুকে পড়লেন। পড়াশুনায় ছেদ পড়ে গেল।

যুদ্ধ শেষ, চাকুরীও শেষ। আসলেন কলকাতায়, পল্টন জীবনে সাহিত্যের পাঠ শুরু হয়েছিল। এখন তাতে পুরাদমে আত্মনিয়োগ করলেন। কবিতা লিখেন—সাহিত্য করেন। গান গজল লিখেন—গান ও করেন। এখন আরেক জীবন।

পল্টন জীবনের পর মাত্র একবার মাকে দেখতে চুরুলিয়ায় এসেছিলেন। তারপর সেইযে গেলেন আর মার কাছে আসলেন না।

কলকাতা থেকে আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর বেড়াতে আসলেন। নাগিসকে বিয়ে করলেন। বাসর রাত পোহাতে না পোহাতে নাগিসকে ছেড়ে চলে গেলেন। তারদিকে আর ফিরেও চাইলেন না।

১৯২৪ সালে আশালতা দেবীকে বিয়ে করলেন। সবদিকে আয় আয়। সুখের জীবন শুরু হল। অভাব অনটন নাই, ফুলের সংসার। কিন্তু সে সংসারে মা বা আত্মীয়স্বজন কাহাকেও দেখা গেল না। শুধু শ্বশুর কুলের আত্মীয়স্বজন নিয়ে কবির জীবন কাটতে লাগল।

তখনকার অবস্থা সম্পর্কে খান মঈন উদ্দিন লিখেছেন—নজরুল ইসলাম; মেগাফোন, হিজমাষ্টার্স ভয়েস, সোনালো প্রভৃতি রেকর্ড

www.pathagar.com

কোম্পানীর জন্য গান লিখতেন নিয়মিত ভাবে, অর্থের বিনিময়ে। ফিল্ম কোম্পানীর হাতে পড়ে অভিনয়ও করেছেন। বিবেকানন্দ রোডে 'কলগীতি' নামে গ্রামোফনের দোকানও করেছিলেন। মোটরও করেছিলেন। বই বিক্রি ও বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান প্রভৃতি নানা উপায়ে বেশ টাকা পয়সা উপার্জন করেছিলেন।

মা তখন দেশের বাড়ীতে ছোট ভাই বোনদের নিয়ে অতি কষ্টে কালযাপন করতেছিলেন। নজরুল কখনও সেদিক দিয়ে যান নাই। চিঠিপত্র দিয়েও খবর করেন নাই। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোন প্রয়োজনই তিনি বোধ করেন নাই।

সন্তান মাকে ভুলে থাকলেও মা কখনও সন্তানকে ভুলে থাকতে পারেন না। নজরুল যখন রাজ রোষে পড়ে জেলে অনশন শুরু করলেন, মা আর টিকে থাকতে পারলেন না। ছুটে আসলেন। আজহার উদ্দিন খান লিখেছেন—"মা কারাগারে গিয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। অনশন ভাঙ্গাতে চাইলেন। কিন্তু কবি তাকে দেখাই দিলেন না। মাতৃসমা কুমিল্লার বিরজা সুন্দরীর হাতে লেবুর রস পান করে উপবাস ভঙ্গ করলেন। এই বিরজা সুন্দরীকে উদ্দেশ্য করে কবি একটি কবিতাও লিখেছিলেন (মার শ্রীচরণা বিন্দে,—সর্বহারা)—"।

'মার প্রতি কবির ব্যবহার সম্পর্কে কবি আব্দুল কাদির লিখেছেন—মা কবিকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য তার ছোট ভাইকে পাঠালেন। কবি গেলেন না। মা যখন মৃত্যু শয্যায় আবার ওই ভাইই এসেছিল কবিকে নিয়ে যাবার জন্য। তাতেও কবি সাড়া দেন নাই। তৎপর জাহেদা খাতুন ১৯২৮ সালে ছেলের মুখ না দেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন'—।

মা ও নজরুল প্রসঙ্গটি কবি বন্দে আলী মিয়া তাঁর জীবন শিল্পী নজরুলে আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন—

www.pathagar.com

'বিখ্যাত গায়ক কে মল্লিক একদিন নজরুলের বাড়ীতে ঢুকেছিলেন। তাঁর নজরে পড়ল বৈঠক খানায় একজন লোক বসে আছে। তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে বলল—আপনি গায়ক; কে মল্লিক? আপনাকে আমি চিনি। আমি নজরুল ইসলামের ছোট ভাই। মা আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলে দিয়েছেন।

কে মল্লিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাস করলেন—কেন, কি ব্যাপার?

—মায়ের অসুখ, একেবারে শয্যাগত।

মল্লিক বললেন—দেরী না করে তাকে সঙ্গে নিয়ে যান

—কিন্তু তিনিত যাইতে চাইছেন না। তাই মা আপনাকে বলতে বলেছেন।

মল্লিকের অনেক সাধাসাধিতে নজরুল বললেন, পরের সপ্তাহে বাড়ী যাবেন।

সে সপ্তাহ চলে গেল।

মল্লিক কবিকে বললেন—এ কেমন ব্যবহার!

মার গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়েও আপনার সময় হচ্ছে না তাকে দেখতে যাবার? রাগ অভিমান যদি করেই থাকেন, সেটা কি এখন মনে রাখতে আছে? মাকে যদি এখন দেখতে না যান কবি রজনী কান্ত সেনের অবস্থা হবে আপনার। তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন আগে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে শুয়ে লিখেছিলেন—

"আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ
গর্ব করিতে চুর,
যশ, অর্থ, মান ও স্বার্থ
সকলি হয়েছে দূর।

কোন উত্তর দিলেন না কবি। গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

আরও কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। হতভাগী মার মৃত্যু সংবাদ এসে

www.pathagar.com

পৌছল।'

বন্দে আলী মিয়া 'জীবন শিল্পী নজরুলে' লিখেছেন, মা জ'য়েদা খাতুন পুত্রের ব্যবহারে হৃদয়ে নিশ্চয়ই দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে যে মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(চণ্ডালে ও দিলে শাপ
খণ্ডাইতে পারে না তা ব্রাহ্মণের বাপ)।

জননীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের অগ্নিশিখা এসে লাগল নজরুলের সুখের সংসারে। (ছেলে বসন্ত রোগে মারা গেল) প্রিয়তমা পত্নী কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। আনন্দ কোলাহলে ছেদ পড়ল। কবি শেষ শয্যায় শায়িত গর্ভধারিনীর জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাকে দেখতে পর্যন্ত যান নাই। কিন্তু স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এলোপ্যাথিক, হোমিও প্যাথিক, বায়োকেমিক, কবিরাজী, হেকিমী প্রভৃতি সকল প্রকারের চিকিৎসা চলতে লাগল। স্রোতধারার মত অর্থ নিঃশেষ হতে চলল। কোন চিকিৎসাই ফলপ্রস হলো না। পরিশেষে দৈব ঔষধাদির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু ব্যাধি যথা পূর্বঃ তথা পরং। ব্যাধির খরচ যোগাতে গিয়ে বইগুলির সত্ব বিক্রি করতে হল। মোটরটা হস্তান্তরিত হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সব্যসাচী পিতা মাতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে পৃথক স্থানে বাসা ভাড়া করে চলে গেল।

জননীর মনোব্যথা আর দীর্ঘনিঃশ্বাসে নজরুলের সুখের সংসারে আগুন ধরেছিল। সে আগুন রাবনের চিতার মত ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকল।

নজরুলের পারিবারিক জীবন ও পরিবেশ ঃ—

সুফী জুলফিকার হায়দার তার—নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়ে লিখেছেন,

www.pathagar.com

—'১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক রবিবার সকাল বেলা আমি কবির বাড়ীতে গেলাম—তখন কবির বাড়ীতে নেপালী দারোয়ান, গ্যারেজে দামী মোটর। বেশ শান শওকতেই তিনি ছিলেন। এ সময় তিনি সীতানাথ রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করতেন।

কিছুক্ষণ পরেই কবি এলেন, সদ্যস্নাত পরিচ্ছন্ন ধুতি গেঞ্জি পরিহিত। সে দিন সকাল বেলা কবিকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল।.....কবির গৃহ-ভৃত্য রাম এসে খাবার কথা বলল।

রাম বালতি ন্যাকড়া এনে জায়গা নিকিয়ে কাঠের পিঁড়ি তিন খানি এনে পেতে দিল। তার পর খাবার এলো। তিনজনে (আসাদউদ্দৌলা সিরাজী সহ) খেতে বসলাম। কাঁসার থালা, পিতলের পেয়ালা, গ্লাস, এক কথায় নিখুঁত হিন্দুয়ানী পরিবেশ কায়দা কানুন, পরিবেশনের ধারা ইত্যাদি।.....

নজরুলের বাড়ীতে আমি একটানা ঘন্টার পর ঘন্টা অবস্থান করেছি। বাড়ীর আবহাওয়া আচার ব্যবহার সব কিছুতে আমি হিন্দুয়ানী লক্ষ্য করেছি। এমন ও হয়েছে আসর মাগরীবের নামাজ আমাকে সেখানেই পড়তে হয়েছে। নামাজে জানামাজ বা অন্য কোন ব্যবস্থাই সেখানে ছিলনা। তোয়ালে বিছিয়ে নামাজে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় কবি পত্নীর দিদিমার (নানী) সন্ধ্যা আহ্নিকের কাঁসর ঘন্টা তিন তলায় ছাদের চিলে কোঠায় বেজে উঠল। উনি সারাদিনই পূজা আহ্নিক নিয়ে মেতে থাকতেন।

এসব পরিবেশ কবির মনে কোন দিন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কিনা, তা তিনি কোন দিন বলেননি।

১৯৪১ সনে একদিন নজরুল ইসলাম আমার বাড়ীতে এসে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবনে আপন স্ত্রী শাশুড়ী প্রভৃতি লোক জনের সামনে তিনি নামাজ পড়েছেন বলে আমি কখনও দেখিনি।'

www.pathagar.com

* *

কবি নজরুল বৈষয়িক বুদ্ধিতে ছিলেন একেবারে আনাড়ী। ছোট ছেলে মেয়ের মত যা হাতে আসত তাই খরচ করে ফেলতেন। তার উপর ছিলেন স্বভাবতঃ সহৃদয় ও বন্ধুবৎসল। বন্ধুদেরে পেলে পকেট উজাড় করে সব ঢেলে দিতেন! হায়দার সাহেব লিখেছেন—এরকম বেহিসাবী মানুষ আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কেহ পাওয়া যাবে না। ১৯৩২ সালে মোতায়েন ছিল নেপালী দারোয়ান, এসেছিল আর্থিক সাচ্ছন্দ্য, এসেছিল মোটর গাড়ী। দেখতে দেখতে কর্পূরের মত সব নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে গেল।

কবির সংসারে আয়ের চেয়ে ব্যয় হত বেশী। এক একদিন চার পাঁচ'শ এক একদিন তার চেয়েও বেশী টাকা তাঁর শাশুড়ীর হাতে তুলে দিতেন। - - - - - তাঁর আর্থিক সচ্ছলতার দিনে তাঁর স্ত্রী, শ্বাশুড়ী ও শ্বশুর কুলের অনেকে দলবেধে হাওয়া বদলানোর জন্য পশ্চিমে যেতেন। সে জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর খান কয়েক রিজার্ভ কামরাই শুধু নয় তৈজসপত্র বোঝাই হয়ে খান কয়েক ওয়াগন পর্যন্ত যেত। ফলে এক এক যাত্রায় কবিকে স্বাভাবিক ভাবেই মোটা রকমের খরচে পড়তে হত। তা ছাড়াও সব সময় পোষ্য, অতিথি অভ্যাগত মিলে অতিরিক্ত লোকজনের ভীড় লেগেই থাকত। অথচ নিজের পরিবার বলতে মাত্র দুটি ছেলে ও শাশুড়ী ছিলেন।

কবি এ সব ব্যাপারে কখনও কোন অভিযোগ করতেন না। এক-দিন শুধু অত্যন্ত বেদনায় বলেছিলেন হায়দর—আমার শাশুড়ীকে তুমি জাননা। তিনি বড় দরাজ হাতে খরচ করেন—আমি কিছুতেই কুলাতে পারছিনা।

কবি তাঁর শাশুড়ীকে মাসীমা ও তাঁর স্ত্রীর জ্যাঠাইমা বিরজা সুন্দরীকে

www.pathagar.com

মা বলে ডাকতেন।

এই বিরজা সুন্দরীই কুমিল্লার কান্দির পাড়ার বীরেন সেনের মাতা। বীরেন সেন এক সময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুল ইন্সপেক্টার ছিলেন। কবির সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল অত্যধিক। তাঁর মাধ্যমেই প্রথম কুমিল্লা সেন পরিবারের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তা ছাড়া নজরুল ইসলামের প্রথমা স্ত্রী নার্গিস খানমের মাতুল দৌলতপুরের আলী আকবর খান সাহেবের সঙ্গেও এই বীরেন সেনের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে নজরুলের সঙ্গে বীরেন সেনের পরিচয় ঘটে।

কান্দির পাড়ের সেন পরিবারের বিধবা মহিলা, একমাত্র সন্তানের জননী কবির শাশুড়ী গিরিবালা দেবী ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সব কিছু উপেক্ষা করে কবির হাতে তাঁর অপরিণত বয়স্কা দুলিকে (প্রমিলা আশালতা) তুলে দিয়েছিলেন। সে দিন থেকে পিতৃকুল মাতৃকুল, শ্বশুরকুল ও অন্যান্য জ্ঞাতি গোত্র দশদিক থেকে ঘৃণা ও ভৎর্সনায় যে ভাবে তাকে অতীষ্ট করে তুলেছিলেন তার পরিণতি যে কত মারাত্মক হতে পারে সে কথা বোধহয় তখন কল্পনাও করতে পারেন নাই। নজরুলের শাশুড়ীর তখন আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাবার উপায় ছিলনা।

কিন্তু নজরুল যখন খ্যাতির শিখরে উঠতে শুরু করলেন এবং চার দিক থেকে বেশ কিছু টাকা পয়সা হাতে আসতে লাগল তখন সেই সমস্ত ঘৃণা ও বিদ্রোপের লোষ্ট্র নিক্ষেপকারী কবির শাশুড়ীর আত্মীয় স্বজন অনাহূত ভাবে দলে দলে নজরুলের বাড়ীতে ভীড় জমাতে শুরু করল। একদা স্বজাতী ও স্বজন পরিত্যক্তা সেই কবির শাশুড়ী এ সময়ে জাঁক জমকের সহিত তাদের অভ্যর্থনা করে আনন্দ গর্ব ও বিজয় মহিমায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি তাদের জন্য সব উজাড় করে দিতে লাগলেন।

www.pathagar.com

কবির শাশুড়ী মাসীমার এই সব আত্ম প্রতিষ্ঠায় দূর্বার জেদ সামাল দিতে গিয়ে টাকার অভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হত যে কবির প্রায়ই নানান জনের কাছ থেকে ধার করতে হয়েছে। কবিকে কতবার কাবুলি-ওয়ালার কাছেও হাত পাততে হয়েছে। তিনি কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে মোটা সুদে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ করেছেন। সে জন্য নির্মম লাঞ্ছনা পর্যন্ত তাকে সহ্য করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

কবি নজরুলের ধর্মীয় আচার আচরণ

"কত রূপে তুমি এলে এ দুনিয়ায়
তোমার ভেদ যে জানে আখেরী নবী কয়না তোমায়।"

বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন নজরুল এই গানটি কে, মল্লিককে পড়ে শুনালে তিনি বলেছিলেন—মোল্লা মৌলবীরা বলবেন কাজী নজরুল একটি নতুন ধরনের গান আমাদেরে শুনালেন। তিনি হিন্দু ফিলসফি ইসলামের বোতলে পুরে দিয়েছেন, এটা জন্মান্তর বাদ ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বদলেরই গোজামিল। আমার আপনার নাম নিয়ে ওরা বলবে দুই কাফের একত্র হয়েছে। এক গান লিখনেওয়ালা, আর অন্যজন গানে-ওয়ালা।

নজরুলের ভাবভক্তি সম্পর্কে খান মঈন উদ্দিন একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন।

নজরুলের ছেলে বুলবুলের গায় বড় বড় গুটি বের হয়েছে। নজরুল ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন—দেখ, দমদমে নাকি একজন সাধু থাকেন। তিনি সর্বরোগের ধন্বন্তরী। একবার তাকে ডেকে আনতে পারিস?

অনেক কষ্টে সাধুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি সাধু বাড়ীতে নাই। মনে হতাশার সঞ্চার হলেও দুঃখ হলেও বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম। কারণ নজরুলের সাহচর্যে থেকে সাধু সন্নাসীর উপর আমাদের কোন শ্রদ্ধা ছিলনা। সারা রাস্তাই শুধু একথা ভাবতে ভাবতে এলাম যে কবি তাঁর

www.pathagar.com

লেখায় বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেছেন, নিজেকে সদম্ভে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছেন আজ কি করে তিনি সাধু সন্ন্যাসীর তুকতাকে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন ?

বাড়ীতে যখন ফিরে এলাম রাত বেশ হয়েছে। বুলবুল তখন মারা গেছে। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কবি হু হু করে কেঁদে ফেললেন। বল্লেন—ওরে সাধু কি এলেন না ? কি বল্লেন ? তিনি কি মরা দেহে প্রাণ দিতে পারেন না ?

খান মঈন উদ্দিন ১৯৪১ সালের পরের আরেকটি ঘটনা লিখেছেন—'এক সময়ে খবর পেলাম নজরুল বহরমপুর লাল গোলা হাইস্কুলের হেড মাস্টার বাবু বরদাকান্ত মজুমদারের শিষ্য হয়ে গেছেন। শ্রীযুক্ত মজুমদার একজন গৃহযোগী। নজরুল তান্ত্রিক মতে দিক্ষা নিয়েছেন তার কাছে। আর কালী সাধনায় মত্ত হয়ে উঠেছেন।'

১৩৪৭ সনে (১৯৪০) নজরুল ইসলামের স্ত্রী প্রমিলা নজরুল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। আজহার উদ্দিন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' এ কবির তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতেছেন "কবি স্ত্রীর জন্য কালী মন্দিরে পাঁঠা বলি দিলেন। যে তারকেশ্বরের মোহন্তকে তাড়াবার জন্য গান লিখেছিলেন সেইখানে গিয়ে দাঁতে ফুটো দিয়ে হত্যা দিয়ে পড়লেন। দৈব ঔষধের জন্য দেবস্থানের প্রতিনিধিদের নির্দেশে এঁদো পঁচা পুকুরে স্নান করে পবিত্র হয়ে সেই পুকুরের পেওয়া ও সেখানকার তৈল নিয়ে কলকাতায় ফিরেন। - - - ডায়মণ্ড হারবারে একজন ভূতসিদ্ধ সাধুর কাছেও তিনি নলিনী বাবুকে নিয়ে হাজির হন। - - - -

নজরুল পরবর্তী জীবনে কালীর উপাসক হয়েছিলেন।

* * *

জনাব জুলফিকার হায়দার—কবি নজরুলের রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে

www.pathagar.com

এবং পরে দীর্ঘকাল কবি পরিবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তিনি লিখেছেন, ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসের বিকালে আমাদের ওখানে ফুল্লরা মহাপীঠে গিয়ে দেবীর মন্দিরের সামনে নাট মন্দিরে পদ্মাসন হয়ে বসে কাজী সাহেব প্রানায়াম যোগে জপ শুরু করলেন। দেখতে দেখতে মনে হল তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। সেই অবস্থাতে একখানি গান রচনা করে সুর দিয়ে দেবতাকে এবং সমবেত লোকদেরে শুনিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন—রাত্রির মধ্যভাগে গিয়েছিলেন শ্যামা সঙ্গীতে। তাঁর মধ্যে কবি ও ভক্ত অর্থাৎ ভারত বর্ষের বিশেষ করে বাংলাদেশের সাধক বা মহাজনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—যেখানে সাধু ও সন্নাসী সেখানেই নজরুল।

"কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত। প্রথম জীবনে দেশ মাতৃকারূপে এই জননীই তার ধ্যান জ্ঞান ও আরাধনা বিষয় ছিলেন।

গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—ঠাকুরের নাট মঞ্চে ও তিনি বসেছেন। নিখিলের আরাধ্য মহাশক্তিকে নানা ভাবে বন্দনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তার দেবস্তুতিতে।

তিনি সমাগত পূণ্য লোভী ভক্তবৃন্দকে শ্যামাসঙ্গীত, গীতার শ্লোক ও সার গর্ভ ধর্মালোচনা শুনিয়ে অভিভূত করে তুলতেন।

হায়দার সাহেব—৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদল থেকে নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। তার গোত্র মেলেনি কারো সঙ্গে। তিনি আগা গোড়া অনন্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সকলের অলক্ষে যোগাসন

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন।

- - - আধ্যাত্মিক দিকে পা ফেলার কারণ ছিল বুলবুলকে (তাঁর মৃত ছেলে) চোখের দেখা দেখতে পাওয়া। সেই আশায় তিনি লাল গোলা স্কুলের হেড মাষ্টার বরদাচরন মজুমদারের কাছে যান। মজুমদার মশাইর সঙ্গে হামেশা দেখা করতে লাগলেন। মজুমদার মশাই শ্মশানে গিয়ে কালী সাধনা করতেন। তিনি তারকেশ্বরের মোহান্তের দ্বারে ও হত্যা দিয়ে পড়তেন। ভূতসিদ্ধ সাধুর কাছেও যেতেন। বুদ্ধদেব বসু বলেন—শ্রীকৃষ্ণের মত তিনি যখন যার তখন তার।

একদিন বললেন—I am the greatest yogi in India.

তিনি কালী সাধনা করেছেন। কালী মন্দিরে পাঁঠা পর্যন্ত দিয়েছেন।

সুফী জুলফিকার হায়দার আরও লিখেছেন—নজরুলের দু'টি ছেলে ছানি আর লেনিকে (কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ) মুসলমানি বিধান মত খতনা করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কবিকে রাজী করতে পারিনি। শাশুড়ী ও স্ত্রীর কাছে প্রস্তাবটি উত্থাপন করার মত শক্তি নজরুলের ছিল না।

কবি নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরীহের মত পারিবারিক জীবনের লাগাম ছেড়ে দিয়ে যেমন খুশী তেমন ভাবে চলার নীতি অবলম্বণ করেছিলেন।

কবি নজরুল অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতেন তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটাবেন। কবি তার ছেলেদের নাম করণে হিন্দু মুসলিম সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। প্রথম ছেলে বুলবুলের নাম ছিল অরিন্দম খালিদ। ২য় ছেলে কাজী সব্যসাচীর ডাকনাম সানইয়াত বা সানি। ৩য় ছেলে কাজী অনিরুদ্ধ ডাকনাম লেনিন বা লেনি।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক বাবু পরিমল গোস্বামী তাঁর "আমি যাদের দেখেছি" নামক পুস্তকে কবি নজরুল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাতে নজরুলের যোগসাধনা সম্পর্কে লিখেছেন—

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ তম জন্ম তিথিতে আমি যুগান্তর সাময়িকীতে (২৫-৫-৪৭) একটুখানি স্মৃতি কথা লিখেছিলাম। তা থেকে সামান্য কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি—

১৯৩৯ সনের একটি সন্ধ্যা। ১নং গাবলিটন প্রেসের একটি ঘরে কবি নজরুল আর আমি বসেছিলাম। কথা হচ্ছিল নানা বিষয়ে। হঠাৎ নজরুলের চোখ দুটি বুজে গেল। কথা বলা বন্ধ হল।

সম্মুখে চায়ের বাটি। কিন্তু সে দিকে মন দেয়ার মত অবস্থা তাঁর নেই। আমি অপেক্ষা করে রইলাম। জানতাম এ রকম ওর মাঝে মাঝে হয়। চিন্তা করতে করতে আত্ম সমাহিত হইয়া পড়েন। ওঁর কাছে শুনেছিলাম কতবার যে উনি যোগ সাধনায় ব্যস্ত আছেন। তার জন্য অবশ্য বিশেষ সময় বাঁধা আছে। বলেছেন তাঁর যোগ সাধনার সময় তিনি কি করেছেন তার জ্ঞান থাকেনা। বলেছেন, শুধু মনে হয় আমি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছি। আমার মাথা হাত ভেদ করে আকাশে উঠে গেছে।

কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এ সাধনা একদিন প্রশ্ন করেছিলাম। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন—মনের শক্তি বাড়ানোর জন্য।

● ● ●

হায়দার সাহেব লিখেছেন—আশালতার সঙ্গে নজরুলের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটি তার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথে একটি বড় অন্তরায়। বিদ্রোহী কবি কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে বিদ্রোহী ছিলেন

www.pathagar.com

না। এবং তা ছিলেন না বলেই তিনি তার জীবনে হিন্দু কিংবা মুসলিম কোন ধর্মেরই আচার অনুষ্ঠান পুরাপুরি পালন করে চলেননি। পারিবারিক জীবনে তিনি ভগবান এবং জল বলতেন। আবার বাইরে আল্লাহ ও পানি বলতেন।

তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ী একেবারে নির্ভেজাল হিন্দু আগেও ছিলেন এবং বার বার আমিও তাই দেখেছি। এই গোজামিল ছিল কবির মানসিক জীবনে। এতবড় দুর্বলতা আর কিছু হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করিনা। এই পরিবেশে তিনি যেমন লিখেছেন শ্যামা সঙ্গীত অপর দিকে তেমনি হৃদয় উজাড় করে রচনা করেছেন ইসলামী সঙ্গীত, হামদ ও না'ত, গজল ও কবিতা।

এ ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ লেখার জন্য তাঁকে প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছে যথেষ্ট। তা ছাড়া মুসলিম কবির একজন হিন্দু মহিলাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে অবাধ মেলামেশা করা এবং সেখানে কবিসুলভ বাধা বন্ধনহীন চলা গোড়া হিন্দু সম্প্রদায় স্বভাবতই বরদাশত করতে রাজী ছিলেন না। এরূপ গোজামিল দিয়ে চলার ফলে নজরুলের মত একটি বিরাট সংবেদনশীল হৃদয়ে কি যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আমার মনে হয় হৃদয়ের এই বেদনাকে ঢাকার জন্য তিনি ছাদফাটা হাসি আর গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

আরেকটু আগে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। সুফী জুলফিকার হায়দার এক জায়গায় লিখেছেন—মুজফফর আহমদ প্রশ্ন তুলেছেন ইসলামী গান লেখার জন্য গিরিবালা দেবী যে নজরুল ইসলামকে বাক্য বানে বিদ্ধ করেছিলেন তা কি আমি নিজের কানে শুনেছিলাম? নিজে না শুনলে কার কাছ থেকে শুনেছিলাম?

www.pathagar.com

তার জবাবে আমি এখানে আব্বাস উদ্দিন সাহেবের লিখিত 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'র ১৪৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন—

- - - কবি নজরুলের কাছে আমার উপস্থিতিটা একজনের মনঃপূত হত না। একথা লিখতে মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। কাজীদার শাশুড়ী আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ ইসলামী গান কাজীদা লিখুন তা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। একদিন আমি বাইরের ঘরে আছি সেটা তিনি হয়ত জানতেন না। সকাল বেলা কাজীদা আমার একখানা রেকর্ডের নিগেটিভ কপি বাজাচ্ছিলেন। শাশুড়ী বাইরের ঘরের পাশ থেকে বলে উঠলেন—সকাল বেলা নুরু আর গান পেলে না? কি সব গান বাজনা শুরু করে দিলে?

আমাকে দেখলে হয়ত কাজীদা লজ্জা পাবেন তাই চুপ করে বেরিয়ে পড়লাম।

হায়দার সাহেব কবির ছেলেদের আচরণের কিছু নমুনাও তুলে ধরেছেন। লিখেছেন—

ছেলেরা খাবার টেবিলে মুসলমানী কায়দায় খেতে অসুবিধা বোধ করত।

ঠলঠনিয়া কালী বাড়ী অতিক্রম করার সময় ছেলে দু'টি চলন্ত ট্রাম থেকে দেবী কালীর উদ্দেশ্যে যুক্তকর প্রণাম নিবেদন করেছিল—

কবির বড় ছেলে সানির কাছ থেকে সুফী জুলফিকার হায়দার যে সব চিঠি পেয়েছিলেন তার একটু নমুনা—

শ্রী চরণেষু,

হায়দার কাকা, আপনার পত্র পাইয়াছি, আপনার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। - - - আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। - - - -

www.pathagar.com

সানির আরেকখানা চিঠি—

১৯৬৩ সালের ১৮ই মে নজরুল ইসলামের বড় ছেলে সানি কলকাতা থেকে সুফী জুলফিকার হায়দারকে লিখেছিলেন—

শ্রদ্ধেয় হায়দার কাকা,

- - - আজ সেই পূজনীয়া দিদি মা নেই, মা নেই, সব শূন্য। বাবাকে নিয়ে এসেছি আমার কাছে। তার শরীরের যে হাল হয়েছে তা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মা চলে যাওয়ার পর থেকে শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

চুরুলিয়ায় পীরের পুকুরের কাছে মার সমাধি। আমার দুই কন্যা খিল খিল ও মিণ্টি। নিনির দুই পুত্র গুন গুন ও গবু। নিনিরা পাইক পাড়ায় আছে। নিনি গীটার শেখানোর স্কুল করেছে। এবং বাড়ীতে গীটার শিক্ষা দেয়।

আমি ১৯৫৬ সাল থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের একজন ষ্টাফ অফিসার।

নিরুদ্দেশ দিদিমার (নজরুল ইসলামের শাশুড়ী) পাত্তা নেই।

www.pathagar.com

আঘাতের পর আঘাত

কবির জীবনে সমাদরের সঙ্গে আসতে লাগল আঘাতের পর আঘাত। নিজ সমাজে সকলের কাছে পেলেন না আদর, কেহ কাফের ফৎওয়া পর্যন্ত দিল। অপর সমাজও না পারল তাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করতে।

এখানে হায়দার সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—কাজীদার একজন ভক্ত একদিন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা কবিদার হাতে দিলেন। তিনি নামটা পড়লেন 'কবি লীলা না কৃষ্ণলীলা'। উক্ত পুস্তিকায় এমন অশ্লীল ও জঘণ্য ভাষায় কবিকে আক্রমণ করা হয়েছিল যে কবি সে আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না। পুস্তিকার আরম্ভের দিকের ভাষা পড়েই তিনি সিড়ির উপর দাড়ানো থেকে বসে পড়লেন।

এই সময়ে কোন একটি উচ্চাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকার জনৈকা মহিলা সম্পাদিকা কোন কবি, জনৈক রাজনীতিক এ কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারা তিনজন এখন খ্যাতনামা ব্যক্তি বিধায় তাদের নাম প্রকাশে বিরত রইলাম।

দুর্জয় শক্তির অধিকারী কবি তাতে যে কত বড় মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন এ ঘটনাটি তার নিদর্শন।

কবি লীলা না কৃষ্ণলীলার প্রকাশককে কবির কাছে নানা প্রকারের সাহায্যের ব্যাপারে ঋণী বলে কাজীদাকে বলতে শুনেছি।

* * * *

আমরা দেখেছি কবি নজরুল ইসলামের চাকর নওকর, দ্বারবান

www.pathagar.com

ছিল, নিজস্ব প্রাইভেট গাড়ী ছিল। সুন্দর বাড়ীতে মহাধুমধামে থাক-তেন। সে বাড়ী বন্ধু বান্ধব ও মেল মজলিসে ছিল সদা সরগরম। কিন্তু সে কালের পরিবর্তন ঘটে গেছে। কবি পত্নী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, আর্থিক অসচ্ছলতা প্রকট।

নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়ে রয়েছে—কবির শ্যাম বাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে যারা গিয়েছেন তারা অবশ্যই জানেন যে খাড়া সিড়ি, সংকীর্ণ বারান্দা, প্রতি তলায় দু'খানা করে কামরা, একখানা বাড়ীতে কবি বাস করতেন। কামরাগুলো যেন এক একখানা পায়রার খোপ। উপর তলায় একখানা কামরায় মেঝের উপর ফরাস বিছানায় রুগ্না কবি পত্নী পড়ে রয়েছেন। প্রায় ৯ বছর আগে থেকেই পঙ্গু হয়ে শয্যাশ্রয় করে পড়েছিলেন - - - -

কবি পত্নীর দেহের নিম্নভাগ একেবারেই অবশ, কিন্তু মুখের চেহারা এবং দেহের রং উজ্জ্বল ও সজীব। ডাগর দু'টি চোখে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত প্রশান্ত দৃষ্টি - - - -

আদাব জানিয়ে ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আজ কেমন আছেন ?

স্মিত হেসে নির্বিকার জবাব দিলেন—এই একই রকম। জানেনইত যা খাই প্রতি তিন দিন পর ক্যাষ্টার ওয়েল খেয়ে তবে নিস্তার পাই। ন্যাচারেল মোশন কিছুতেই হচ্ছেনা। বছরের পর বছরত এ ভাবেই চলছে।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কবি নজরুল অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করতে গিয়ে টের পেলেন তার জিহবা কাজ করতেছেনা। প্রোগ্রাম করা সম্ভব হচ্ছে না। নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন কবি নজরুল অসুস্থ।

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের রোগে সূফী জুলফিকার নানা দিক দিয়ে যা করেছেন ততটুকু আর কেহ করেন নাই। এবং এমন ভাবে দুঃখে শোকে কেহ সব সময় লেগেও থাকেন নাই। সেই সময়কার অবস্থাও তাঁর চেয়ে বেশী আর কারো জানাও নাই। তিনি নজরুল ইসলামের রোগের সম্পর্কে লিখতেছেন—

১৯৪২ সালের ১০ ই জুলাই কাজীদা আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি লিখলেন, তুমি এখনই এস আমি কাল থেকে অসুস্থ।

চলে আসলাম। কী আশ্চর্য এ তো কাজীদার স্বাভাবিক স্বর-ধ্বনি নয়। তাহলে জিহ্বায় আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছে।

কবির পাশেই শয্যাশ্রয় করে বসেছেন কবি পত্নী। আমার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল, কবিদার চোখেও পানি। কবি পত্নী আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। কারো মুখে কথা নাই।

তাঁর রোগের লক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলাম। মন শংকিত হয়ে উঠল। এমন সময় ডাঃ ডি, এন সরকার ঘরে ঢুকলেন। কবি অস্পষ্ট এবং জড়ানো স্বরে কথা বললেন।

ডাক্তার বললেন আমি হোমিও প্যাথি মতে এক ডোজ ঔষধ দিয়ে দেখতে চাই, অবশ্য আমি এলোপ্যাথির ডাক্তার। রোগটি প্যারালাই-সিসের লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

অসুখের সাথে সাথে আর্থিক অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল, এ দিকে কবি পত্নী ও দীর্ঘ চার বৎসর যাবত প্যারালাইসিসে শয্যাশ্রয় করে পড়ে রয়েছেন।

কবির মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছিল।

গভীর পরিতাপ ও বিস্ময়ের বিষয় কবির ব্যক্তিগত বন্ধু বান্ধবের

www.pathagar.com

কাউকেই সে দুদিনে কাছে পেলাম না।

আমার চিঠি পেয়ে কবিদার ভাই সাহেবজান ও আলী হোসেন এসে গেলেন।

কবির রোগ ও তার ব্যবস্থা

- - - গ্রেস্টিট্রটের মোড় থেকে চলছি কবির বাসায়। চোখে পড়ল কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের চিকিৎসালয়। সেই কবিরাজ যিনি বছর খানেক পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিকিৎসা করেছিলেন। তার ঔষধালয়ে গিয়ে ঢুকলাম।

বললেন বসুন।

কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসায় কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল তবে অত্যন্ত ধীরে - - -। আবার নতুন উপসর্গ দেখা দিল। কবি উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন এবং স্বগত অশ্রাব্য গালি গালাজ করতে শুরু করে দিলেন। অবস্থা এমনি দাড়ালো যে বাড়ীতে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। - - কখনও জোরে শোরে শালীনতাহীন উক্তি শুরু করলেন। এখন সকল চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে রাঁচি পাঠানোর ভাবনা চিন্তা চলল - - - -

অবস্থা আরো খারাপের দিকে চলল। অনন্যপায় হয়ে আমি মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ এম এন, দে, এবং ডাঃ মোহাম্মদ হোসেনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। তারা কবিকে গিয়ে দেখে এলেন। - - - -

- - - - সব দিক বিবেচনা করে ডাঃ গিরিশ শেখর বসুর 'লুনাটিক এসাইনাম' লুম্বিনী পার্কে পাঠানই স্থির হল। - - - ট্যেক্সি নিয়ে এল।

www.pathagar.com

কাজিদাকে গিয়ে বললাম : গাড়ী এসেছে, বেড়াতে যাব বালিগঞ্জের লেকের দিকে। জামা কাপড় বদলিয়ে দিলাম। গাড়ী সামনে এসে দাড়াল। কিন্তু এবার দেখা দিল এক বিপত্তি, টেক্সির শিখ ড্রাইভারটি ছিল বলিষ্ঠ তাগড়া যোয়ান। ওকে দেখেই আরো গেলেন বিগড়ে। অনেক চেষ্টা করে গাড়ীতে আর উঠাতেই পারছিনা। অগত্যা শিখ ড্রাইভারকে ইশারা করলাম। এবার আমরা দু'জনে বেশ ধস্তাধস্তি করে অনেক গুলা লাথি কিল থাপ্পড় সহ্য করে, অশ্লীল গালি গালাজ হজম করে কবিকে গাড়ীতে নিয়ে তুললাম। - - -

আমার দিকে দুটি রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, শোয়ারের বাচ্চা, তোকে আমি ছুড়ে ফেলে দিব, জ্বালিয়ে ফেলব।

আমি ড্রাইভারকে বললাম—চালাও, ফুল স্পিডে চালাও। কোন প্রকারে সেখানে রেখে আসলাম।

- - - - পরে গিয়ে দেখি কবিকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে। শিকল ভাংগার ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। কবি ভয়ংকর উত্তেজিত। - - আমাকে দেখে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ডান পায়ে বাধা শিকলসহ লাফিয়ে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চাইলেন। চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন—তুই আমাকে নিয়ে চল - - -

এ দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

তার পর আরেক দিন গিয়ে দেখি আরো বেশী উত্তেজিত।

লুম্বিনী হাসপাতালে কবির আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা - - - -

অনেক কষ্ট করে টাকা যোগাড় করে হাসপাতালে গিয়ে পকেট থেকেও টাকা দিয়ে সব চার্জ চুকিয়ে দিয়ে কাজীদাকে বাড়ী নিয়ে

www.pathagar.com

এলাম।

* * * *

কবির রোগ শোকের সুযোগ নিয়ে কিভাবে কিছু লোক ফায়দা লুটার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে হায়দার সাহেব লিখেছেন—

এই সময়টায় কবির আর্থিক দুরবস্থা চরমে উঠেছিল। তারই সুযোগ নিয়ে কলকাতা শহরে এবং মফস্বল অঞ্চলে টাকা রোজগারের ফিকির হিসাবে একে অন্যের সাথে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। নানা ধরণের ভুয়া ফাণ্ড, সমিতি কত যে রাতারাতি গড়ে উঠতে লাগল। এমন কি কবির নামে লটারী খেলা পর্যন্ত শুরু হয়ে গেল। এ সমস্ত ভণ্ডের দল আসলে আত্মস্বার্থের জন্যই এই ঘৃণ্য কাজে মজেছিল, কবির জন্য নয়।

তখনকার সময়ের মানসিক অবস্থার কিছুটা পরিচয় আমার 'ভাঙ্গা তলোয়ার' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। উক্ত কাব্য গ্রন্থের কৈফিয়ৎ শিরোনামায় লিখিত কবিতাংশের অংশ বিশেষে লিখেছিলাম—

কবি পত্নী দু'টি বছর ধরে
শয্যাশায়ী হয়ে আছেন, চোখে অশ্রু ঝরে।
উঠে বসার ক্ষমতা তার নাই
তারই পাশে কবিও নিলেন ঠাঁই,
দিনের পর দিন কেটে যায়, দেখার কেহ নাই।

- - - - রোগাক্রান্ত হওয়ায় এগার বছর পর কবিকে রাঁচি পাঠান হয়েছিল। সেখানে চার মাস ছিলেন—কিছুমাত্র রোগ নিরাময় হয়নি। সেহেতু কবিকে পরে ইউরোপ পাঠান হয় - - - -।

* * * *

লুম্বিনী থেকে আসার পর হঠাৎ এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

www.pathagar.com

কবি নজরুলকে দেখতে এসেছিলেন কলেজের কয়েকটি মেয়ে। কবি জুলফিকার হায়দার তখনকার অবস্থা লিখতেছেন—"জয়নাবের হাতে ছিল একখানি খাতা। আমি আমার কলমটা কবির হাতে দিয়ে খাতা-খানা এগিয়ে দিলাম এবং কাজীদাকে বললাম—এদের কিছু লিখে দিন। কবি লিখলেন—'তোমরা সকলে পুষ্পাঞ্জলির মত সুন্দর।' তোমরা আরো সুন্দর হও, হও আনন্দিত মনোহর। তোমরা আমাদেরে মাঝে মাঝে দেখতে এস। তোমরা আমাদের পরম আত্মীয়ের মত ভালবাস। আল্লাহ তোমাদের চিরঞ্জীব করে রাখুক - - - -।

কাজী নজরুল
২৭/২/৪৪

এ এক অলৌকিক ব্যাপার। মস্তিষ্ক বিকৃতি অবস্থায়ও এই বিশেষ মুহূর্তে কবির বাকশক্তি সক্রিয় ছিল। মনে হয়েছে কবির অবস্থা যেন কালো মেঘে ঢাকা চাঁদ। —ভেসে চলা কালো মেঘ, নিমেষে আলো, নিমেষে আঁধার।

আমার ভাগিনা নূরুল ইসলামকেও কবি ঐ দিন একখানা কাগজে লিখে দিলেন—

"শ্রীমান মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
তুমি চিরঞ্জীব হয়ে থাকো,
আমার ও আমার ছেলে দু'টিকে
চিরদিন মনে রেখো।"

কাজী নজরুল ইসলাম
২৭/২/৪৪

* * * *

চিকিৎসার জন্য বিদেশে

পরিমল গোস্বামী তাঁর বইর (আমি যাদের দেখেছি) এক জায়গায়

www.pathagar.com

লিখেছেন—

একদিন (১৯৪১ সম্ভবতঃ) ওঁর হরি ঘোষের স্ট্রীটের বাড়ীতে আমি আমার বন্ধু কিরণ রায় ওঁর গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। আমরা তিন ঘন্টা ছিলাম অন্ততঃ ছখানি গান শুনালেন। - -

গাওয়া শেষ করেছেন। হারমোনিয়াম পাশে পড়ে আছে। সম্মুখে চায়ের বাটি; কিন্তু ধ্যান মগ্ন মুদ্রিত চক্ষু কবির বাইরের কোন জ্ঞান নেই। প্রায় মিনিট পাঁচেক কাটল। তারপর চোখ খুলে আমার দিকে তাঁর বিশাল দু'টি চোখ মেলে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—জানেন আমি ভিতরে ভিতরে কি অনুভব করছি? আমি অনুভব করছি একটা বিরাট কর্তব্য আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সেটি হচ্ছে হিন্দু মুসলমান মিলন। - - - প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ভিতর থেকে এই তাকিদ আসছে - - - আমার মধ্যে এক বিরাট শক্তি জাগবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

আমার মনে হয় মগজের যে ব্যাধি পরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—তার কিছু আভাস এই সময় থেকেই দেখা দিচ্ছিল। সে কথাটা আমার বিশেষ করে মনে হচ্ছে তার আরেকটি কথা থেকে। তিনি বলেছিলেন—ধ্যান করতে করতে আমি অনেক বেড়ে যাই আকারে।

আমি মনে ভেবেছিলাম আত্মসম্মোহন ভিন্ন আর কিছু নয়। - - - জেরা করাতে ও তিনি বললেন কল্পনা নয়, সত্যি আমার মাথা ছাতে গিয়ে ঠেকে, এবং ছাত পার হয়ে যায় - - -।

তখন এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। এ ব্যাখ্যা নিউরোলজিস্টরা দিতে পারবেন।

চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার কথাশুনে মনে যে আশা জেগেছিল তা ক্রমে বিলীন হতে লাগল। তারপর শেষ খবর পেলাম নিউরো

www.pathagar.com

সার্জন অশোক কুমার বাগচির কাছ থেকে। সে তখন ভিয়েনাতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করছে, ব্রেন সার্জারী বিষয়ে। সে ১৯৫৩ সনের ৩০শে নভেম্বর তারিখে ভিয়েনা থেকে আমাকে লিখল—

- - - আগামী বুধবার (২-১২-৫৩) সস্ত্রীক কবি নজরুল ইসলাম আসছেন চিকিৎসার জন্য। আমাকে সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। লণ্ডন থেকে নজরুল সমিতির সম্পাদক তার করে জানিয়েছেন। আরোগ্যের কোন আশাই নেই। আমিও আমার 'বস' উভয়ই ওর সমস্ত এক্সরে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখেছি। ওর মস্তিষ্কটি শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে। ভিয়েনায় নিউরোলজিষ্ট ফ্রয়েডের শিষ্য প্রফেসার হফ একবার ওকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। সেই জন্য ভারতে ফেরবার পথে ভিয়েনা ঘুরিয়ে নেয়া হচ্ছে। - - -

১২-১২-৫৩ অশোক লিখেছে—কবি নজরুল এখানে এসেছেন। তারো অনেক প্রকারের পরীক্ষা ওর উপর করা হয়েছে। রোগ সারাবার আশা নেই। এর সঙ্গে একই তারিখে লেখা যে রচনাটি এল তার নাম 'ভিয়েনায় নজরুল'। প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল (যুগান্তর সাময়িকী ২৭/১২/৫৩)।

লণ্ডনে প্রায় ৬ ছয়মাস থাকার পর নজরুল ইসলাম ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী প্রমিলা নজরুল ভিয়েনায় এসেছেন। লণ্ডনের ডাঃ রাসেল ব্রেন, ডাঃ উইলিয়াম সার গেল্ট এবং ম্যাকফিসক প্রমুখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কবিকে একাধিকবার পরীক্ষা করেছেন। প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ রাসেল ব্রেনের মতে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি দুরারোগ্য। রোগীর রোগ সম্পর্কেও লণ্ডনের দুইজন বিশেষজ্ঞের মধ্যে প্রবল মতভেদ রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে রোগী 'ইনভলুশনেল সাইকোসিস' রোগে ভুগছেন। অপর দল কলকাতার বিশেষজ্ঞদের ডায়গনোসিসকেই সমর্থন করেছেন।

www.pathagar.com

- - - - এক্সরে পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, মস্তিষ্কের পুরোভাগ অর্থাৎ ফ্রন্টেল লোবদ্বয় সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। - - - -

প্রবন্ধে ব্যাধির বিশ্লেষণ আছে। এই অসুখের অধ্যায় এবং সমস্ত জীবন তার জের টেনে যাওয়া কবির পুত্রদের যেমন বেদনার সমস্ত বাঙালীর পক্ষে তেমনি বেদনার। - - - -

পীর ফকীরের সান্নিধ্যে

হায়দর সাহেব লিখেছেন—হোমিও প্যাথিক, এলোপ্যাথিক, কবিরাজী কোন চিকিৎসাই কবির রোগ নিরাময়ের কোন লক্ষণ দেখা গেলনা। তখন ভাবী ও মাসিমা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে শেষ চেষ্টা কাজীদার চিকিৎসা পীর ফকির সন্ন্যাসী দিয়ে করা হোক।

- - - - এ সময়ে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের পথ প্রদর্শকের অন্যতম প্রধান শাহ সুফী মোহাম্মদ আবদুশ শুকুর গাজী (রঃ) সাহেবকে গাড়ী করে বাড়ীতে নিয়ে আসি। তিনি তখন ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ।

কবিকে দেখে বললেন—সবকিছু মঙ্গলময়। উপভোগ আর দুর্ভোগ এক বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ শাস্তি স্বরূপ যা দেখতেছেন তা এ জগতে হওয়াই অনেক ভাল।

তারপর একদিন আমার আত্মীয় অধ্যাপক সাহেবের বাড়ীতে নিয়ে যাই। তিনি কবিকে দেখে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন এবং ফেরার পথে আমাকে বললেন এই পরিবেশে রেখে কবির রোগ নিরাময়ের আশা একেবারেই অসম্ভব। কবি মুসলমান অথচ পরিবেশ সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী।

তারপর আমার এক দরবেশ বন্ধু তোয়াব আলী এম, এ, কে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন—এদিক নয়, ওদিকও নয়।

www.pathagar.com

আমি বললাম—তার মানে ?

বললেন—না হিন্দু না মুসলমান।

খোদার কি ইচ্ছা জানিনা। এ দুর্যোগের দিনে এল আরো ভয়ঙ্কর আঘাত। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস। যিনি সারাক্ষণ কবি ও কবি পত্নীকে ঘিরে রাখতেন সেই মাসীমা হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

———

www.pathagar.com

কবির দৈন্যদশা

১৯৫৪ সালে মাসিক 'সওগাতে' খবর বের হল—১৯৪২ সাল থেকে কবি নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতে থাকেন। পাঁচ বৎসর আগে তিনি দুশ্চিন্তা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তার দেহের শ্রী নষ্ট হয়ে গেছে। সেই আয়ত চক্ষু আর অতল স্পর্শী দৃষ্টি আর নাই। মুখের উজ্জ্বল হাসির ফোয়ারা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কন্ঠের অনর্গল বাণী মূর্চ্ছাহত। স্মৃতিশক্তি লুপ্ত প্রায়।

তাঁর স্ত্রী গত দশ বৎসর থেকে পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত।

সংসারের সকল ক্ষেত্রে অভাব রাক্ষসী মুখ ব্যাদন করে আছে। ছেলে দু'টি আই এ, পড়ছে। অথচ আয়ের পথ বন্ধ।

রোগের সংগে দৈন্যদশা ও চরম আকারে দেখা দিয়েছিল। সে বর্ণনা অনেকেই দিয়েছেন। শেষকালে আয় ও জমা বলতে কবির কিছুই ছিলনা। অথচ কবির আয় কম ছিল না। গান গজল লিখে কবিতা লিখে তিনি যত উপার্জন করতেন ততটুকু কারো ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু কিছুই হাতে রাখতে পারেন নাই। তার ছিল riotous living. আনো খাও দাও স্ফুর্তি কর যা হবার পরে হবে। তাঁর শাশুড়ীর হাত খুব দরাজ ছিল। কবি একদিন হায়দর সাহেবকে বলেছিলেন—"আমার শাশুড়ীকে তুমি জাননা। ওরা হচ্ছেন রাঘব বোয়াল। কিছুতেই তাদের পেট ভরতে পারলাম না।"

অপব্যয়ের ফল ভুগা শুরু হল। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে

www.pathagar.com

সরকারী বেসরকারী সাহায্য ছাড়া একটি দিনও চলার উপায় ছিল না।

বিখ্যাত সাহিত্যিক মরহুম সাদত আলী আখন্দ তাঁর "তেরো নম্বরের পাঁচ বছর" বইতে কবি নজরুল ইসলামের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজায়গায় লিখেছেন—"বেহিসেবী খরচ করা নজরুল চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এবং এই একই দোষের জন্য অনেক টাকা কামাই করেও সারাজীবন অর্থাভাবে উত্তমর্ণের নিকট লাঞ্ছনা এবং অন্নাভাবে কষ্ট পেয়ে এসেছেন।

দু' তিন মাসের মধ্যে একদিন আমার সামনেই কবিকে লাঞ্ছিত হতে দেখলাম ডি, এম, লাইব্রেরীতে। কে না জানে কবি নজরুলের অনেকগুলো বইয়ের কপিরাইট সস্তায় কিনে নিয়ে ভদ্রলোক কলকাতায় দোতালা দালান তুলেছেন, গরমের সময় শিলং দার্জিলিং পাড়ি জমান। এহেন শোষকের এতটুকু চক্ষুলজ্জা হলনা কবিকে লাঞ্ছনা করতে মাত্র দশটি টাকার জন্যে।

কিছুদিন আগে দশ টাকা আগাম নিয়েছেন কুহেলী নামে একটা বই দেবেন এই করারে। ঘরে তণ্ডুল নাস্তি এ দুঃসংবাদ শুনে দিশে-হারা হয়ে কবি আষাঢ়ের খর দ্বিপ্রহরে ছুটে এসেছেন ডি, এম, লাই-ব্রেরীতে আরো কিছু আগামের আশায়। কিন্তু সে আশায় ছাই ঢেলে দিলেন ডি, এম, লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী। বললে, মাত্র দশ পৃষ্ঠা লিখে দিয়ে দশ টাকা নিয়ে সেই যে গেলে আর তিন হপ্তা টিকিটির ও দেখা নাই। ওদিকে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়ছি, দু' তিনটা অর্ডারও এসে গেছে। আমাকে ডুবাতে চাও নাকি তুমি? এখন কামরার মধ্যে গিয়ে বস। কাগজ পেন্সিল তৈরী আছে। অন্ততঃ বিশপৃষ্ঠা লিখে ফেল। এ দিকে আমি দেখছি গোটা পাঁচেক টাকা যোগাড় করতে পারি নাকি। চা আর পান পাঠাচ্ছি।

www.pathagar.com

—না, না, বিকেলে দিলে চলবেনা দাদা। এখ্খনি পাঁচটা টাকা বয়ের হাতে বাসায় পাঠিয়ে দিন, নইলে সব্বাই উপোস করবে।

ম্যানিবেগ খুলে চার টাকা বের করে চাকরটার হাতে দিয়ে কবির বাসায় পৌঁছে দিতে ইশারা করলেন ডি, এম লাইব্রেরীর মালিক।

কবি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে কামরায় ঢুকলেন।

কলকাতায় থাকার সময় মাঝে মাঝে ফাংশন দেখা হত। কিন্তু কোনদিন নিঃসঙ্গ দেখিনি তাকে। পায়জামা পরিহিতি কয়জন ছেলে সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকত। কবি খান মঈনুদ্দিন বলেছেন ওগুলো তাঁর হিন্দু সাগরেদ। এরাই ওকে পেয়ে বসেছিল, সারাটাক্ষণ অনুসরণ করত, ক্রমে ক্রমে ওর মুসলীম সঙ্গীদের দূরে সরিয়ে ফেলল। নজরুল কলকাতার হিন্দু তরুণ-তরুণীদের কাজিদা হয়ে পড়লেন।

এমনি করে হিন্দু সমাজের অগ্রণী দল তাঁকে কোলে টেনে নিল এমন কি তাঁর গর্ভধারিণী মা পর্যন্ত সে গণ্ডীর বাইরে পড়ে রইলেন। কলকাতাবাসী কৃতীপুত্রের সান্নিধ্য, বধূমাতার সেবা-শুশ্রূষা, নাতিদের সাহচর্য, পারিবারিক জীবনের সমস্ত আস্বাদ থেকে আমরণ বঞ্চিত রইলেন তাঁর মা।

হায়দর সাহেব লিখেছেন—কলকাতা ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এক হাজার দু'শ চল্লিশ টাকা বারো আনা ছ'পাইর দাবীতে একটি মামলা দায়ের করে। প্রতিমাসে কবিকে বাহাত্তর টাকা আট আনা কোর্টে জমা দিতে হত।

আমি নিজে টাকা দিতে না পেরে অক্ষমতার গ্লানি বুকে নিয়ে কবির পাণ্ডুলিপি হাতে করে বেরিয়ে পড়লাম। টাকার ভীষণ প্রয়োজন আমার জানা ছিল। 'নতুন চাঁদের' প্রথম সংস্করণ দিয়ে আসতে হল। এই

www.pathagar.com

সামান্য টাকায় ব্যাঙ্কের কিস্তি আর কাবুলির পাওনা দিতেই কুলাত না।

কবির জীবনে রোগ শোক অভাব ও দৈন্য দশার কোন কমতি ছিল না। একই জীবনে এত দুঃখ কষ্টের সমাবেশ আর কোথাও ঘটেছে বলে জানিনা। মানবীয় কোন চেষ্টার ত্রুটি ঘটে নাই। কিন্তু না শারীরিক না মানসিক কোন রোগেরই উপশম দেখা গেল না।

"নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করল। হাত কাঁপছে, জিহ্বায় আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছে। কোন কোন সময় অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন। অবশেষে পাগলামীর জন্য বাড়ীতে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। তাকে একটি কামরায় আবদ্ধ করে রাখা ছাড়া উপায় রইল না।

- - - বাহ্যি প্রস্রাব করে সব নোংরা করতে শুরু করলেন। কোন কোন দিন মলমূত্র ত্যাগ করে সেগুলা দু'হাতে চটকাতে শুরু করতেন। এবং কাপড়-চোপড় সব ছুড়ে ফেলে উলঙ্গ হয়ে বসে থাকতেন। বিড় বিড় করে জোরে শোরে শালীনতা বিহীন উক্তি করতেন। কবির কন্ঠস্বরের সে ভাষা মানবের নয়—প্রতিভার অপমৃত্যুর। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

- - - - খাবার কোন সময় খেতেন। কোন সময় সব ফেলে দিতেন।

উন্মাদের সকল লক্ষণ প্রকাশ হলে পর ১৯৪২ সালের ১৫ই অক্টোবর তাকে রাচী পাঠাবার ব্যবস্থা হল। পরে রাঁচিতে না পাঠিয়ে লুম্বিনীতে পাঠান হল। কিভাবে সেখানে নেয়া হল সে আরেক হৃদয়-বিদারক অবস্থা। যেন মানুষে আর হিংস্র পশুতে এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই।

এই সেই বিদ্রোহী কবি নজরুল যিনি লিখেছিলেন—

- - - আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজয়, অমর, অক্ষয়, আমি অব্যয়;

www.pathagar.com

আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বে আমি চির দুর্জয়।
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাখিয়া ফিরি,
এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য।
আমি তাই করি ভাই, যখন চাহে মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে
একে দেই পদচিহ্ন,
আমি স্রষ্টা সূদন, শোকতাপ হানা,
খেয়ালী বিধির বক্ষ করি ভিন্ন।

- - - - - - - -

www.pathagar.com

আরো কিছু কথা

কবি নজরুল কবি জসিম উদ্দীনকে তার প্রথম পরিচয়ে এক চিঠিতে লিখলেন—

'ভাই শিশু কবি, তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দক্ষিণ হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু কুসুম-গুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি সেই আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন কুহরে।'

কবি নজরুল ভরা স্বাস্থ্য নিয়ে হঠাৎ একদিন সকলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার "হিমগিরির গহন কুহরে" চলে গিয়েছিলেন। বেঁচে থেকেও তিনি মৃত। তিনি ১০/৭/১৯৪২ সালে রোগাক্রান্ত হন।

বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান ১৯৬৪ সালে লিখেছিলেন—

"নজরুল ইসলামের কবি জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে। জীবিত থেকেও তিনি এক প্রকার মৃত্যুতে গত। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি বর্তমানে বোধ শক্তিহীন অবস্থায় কোনক্রমে প্রাণ ধারন করে আছেন। বর্তমানে তিনি মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি নির্বাক নিস্তব্ধতার মধ্যে আত্মগোপন করেছেন।"

কবি নজরুল ইসলামের রোগ শোক আধিক ও মানসিক চরম দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন সুফী জুলফিকার হায়দার—তাঁর নজরুল

www.pathagar.com

জীবনের শেষ অধ্যায় নামক পুস্তকে।

পুস্তকের প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন—১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে নজরুল ইসলামের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। পরমতম বন্ধু এবং অনুজ প্রতিম ভ্রাতা হিসাবে তার সুখ দুঃখের সাথী ছিলাম (২৫ মে ১৯৬৪)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন—অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসের প্রেরণাই আমাকে পরিচালিত করেছে।

- - - - - - - নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় পুস্তকে যে করুণ কাহিনী লিখতে গিয়ে আমাকে আজ এক শ্রেণীর লোকের প্রবল বিরোধিতার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। - - - মর্মান্তিক শত্রুতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

হায়দার সাহেব আরও লিখেছেন—'বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নজরুলের প্রতিভা যেমন মুসলিম সমাজে অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর, তেমনি তার অদৃষ্ট ও ততোধিক দুর্দশাগ্রস্ত ও অভিশপ্ত - - - -।'

কবি নিজেই তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় লিখেছেন—

"খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর
আমি মহাভয় আমি অভিশাপ পৃথিবীর।"

খান মঈন উদ্দিন তার বইর উপ সংহারে লিখেছেন—যে মানুষটি ছিল জীবন্ত আর প্রাণবন্ত, সৃষ্টির উল্লাসে যিনি আর নিজকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। আজ তিনি সংসারের কল কোলাহল থেকে বহু উর্দ্ধে চলে গেছেন। তার সে রূপ নাই—সে হাসি নাই। নাই তার জীবন জাগানোর চির চঞ্চল প্রাণের উল্লাস।

একটা ঝড়, একটি ভূমিকম্প, একটা সাইক্লোন যেন তার দেহ ও

www.pathagar.com

রে দিয়ে বয়ে গেছে। তিনি রিক্ত—সর্বহারা।

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি সারাদিন মান, কারো ধ্যান ভাঙিব না।
নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী, গন্ধ বিধুর ধূপ।

১৯৪২ সন থেকে ১৯৭৬ সনের আগষ্ট পর্যন্ত পুড়তে পুড়তে কবি নজরুল ঢাকা পি, জি, হাসপাতালে চিরদিনের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

পরিশেষে

মুসলমানির সর্ব প্রথম ও সবচাইতে বড় শর্ত ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এ বাক্যটি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করা, মুখে তা প্রকাশ করা ও আমল দ্বারা তা বাস্তবায়িত করা।

শুধু মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলে বা বিশেষ একটি মন্ত্র পাঠ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। ইসলাম আমল ভিত্তিক। ঈমানের সঙ্গে আমলের যোগ থাকতে হবে। ঈমান কার মধ্যে কতটুকু আছে তা বলা শক্ত। কারণ তা অন্তরের জিনিষ, একমাত্র আল্লাহ তা জানেন। মুসলমানী হলো ঈমানের বাইরের রূপ। এই মুসলমানী কবি নজরুল ইসলামের মধ্যে প্রমিলাকে নিয়ে সংসার করার পর কতটুকু বিদ্যমান ছিলো তার বর্ণনা আমরা বিভিন্ন জীবনীকারদের কাছ থেকে কিছুটা পেয়েছি।

এটাও আশ্চর্যের বিষয় কবি 'বিদ্রোহী' ছিলেন কিন্তু ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে ছিলেন শান্তশিষ্ট পুরুষ। স্ত্রী ও শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁকে দেখা যায়নি। 'আল্লাহ' ও 'পানি' শব্দ তিনি বাইরে ব্যবহার করতেন—কিন্তু ঘরে সব সময় 'ভগবান' ও 'জল' বলতেন। তিনি এমন এক পরিবেশে তখন ছিলেন যেখানে ইসলামী জিন্দেগানী বা মুসলমানীত্ব বজায় রেখে চলা তাঁর পক্ষে সহজ সাধ্য ছিলোনা। এবং সে রকম ব্যক্তিত্ব ও মনোবলও তাঁর ছিলোনা। সময়ের স্রোতে তিনি গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ভালোমন্দ সব জ্ঞানই যেনো হারিয়ে ফেলেছিলেন। পারিবারিক চাপ, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা, তার

www.pathagar.com

উপর তখন চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিলো।

কি তাঁর ছিলোনা? সবই ছিলো। আল্লাহ্ সবই তাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িক খেয়াল ও হুজুগের বশে, আপন কর্মদোষে তিনি সবই হারিয়ে ফেললেন।

মা-র চেয়ে বড় কোন ধন দুনিয়ায় নেই। এবং মা-র চেয়ে এতো বেশী ঋণী ও মানুষ অন্য কারো কাছে নয়। মা এতো বেশী কষ্ট করে সন্তানদের প্রতিপালন করেন এবং সন্তানের প্রতি এতো বেশী ত্যাগ ও মায়া মমতা প্রদর্শন করেন বলেই দুনিয়ার সকল ধর্ম মা-র প্রতি শ্রদ্ধা ও যত্নের এতো তাকিদ্ দিলেছে। কোরআন ও হাদিসে মা-বাবার কথা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, যে যতো ভালো ও পূণ্যবানই হোন না কেনো, মা-বাবাকে নারাজ করে কখনো বেহেশতে দাখিল হতে পারবেন না। কোরআন শরীফের পঞ্চদশ পারায় আল্লাহতা'লা মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহারের কথা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছেন। বলেছেন ঃ "তোমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কাহার ও এবাদত না করিতে ও পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ দিতেছেন। মাতা পিতার একজন বা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তুমি কখনও তাহাদের প্রতি বিরক্তিসূচক কিছু বলিও না, ভর্ৎসনা করিও না। তাহাদের সহিত সম্মানসূচক নম্র ব্যবহার করিও। অনুকম্পায় তাহাদের প্রতি বিনয়াবনত হইয়া থাকিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক, আমার মা বাবা শৈশবে যে ভাবে আমাকে দয়া মায়ার সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন, আপনি ও আমার পিতামাতার সহিত সেই দয়া প্রদর্শন করুন।"

আমাদের নবী (দঃ) বলেছেন, যারা মাকে অবমাননা করে তাহাকে জ্বালা যন্ত্রণা দেয়— তাহারা অনেক সময় দুনিয়াতেই তার আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

www.pathagar.com

ইকরামা নামক সাহাবীর দারুণ মৃত্যু যন্ত্রণা হচ্ছিলো। মাকে বললেন, 'তোমার ছেলে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে এ যন্ত্রনা হচ্ছে। তুমি তাকে মাফ করে দাও।' —এভাবে বা রয়েছে: মার পদতলে বেহেশত, এ কথাটি নবীজী স্পষ্টভাবে বলেছেন।

কবি নজরুল ইসলামের বাবা তার শিশুকালে মারা যান। তাঁর মা কবির সুদিন দেখে গেছেন। যখন কবির আয় আয় ডাক ছিলো, বাড়ী, গাড়ী দ্বারবান সব ছিলো তখনো কবি মার দিকে ফিরে তাকাননি। অপরের মা-র প্রতি কবির শ্রদ্ধার অন্ত ছিলোনা, কিন্তু নিজের মা ছিলেন সব সময় উপেক্ষিত ও অবহেলিত। কবির ধন অপরে লুটে খেয়েছে কিন্তু নিজের মা ও ভাই বোনের পাতে তা একটুও পড়েনি।

কবি তখন জেলে। মা দেখতে এলেন। কবি দেখা দিলেন না। মা ব্যারামে পড়ে খবর দিলেন, কবি দেখতে গেলেন না। এমন কি মা-র মৃত্যু শয্যায়ও ছোট ভাই এসে কবিকে মার কাছে নিয়ে যেতে পারলেন না।

হিটলারকে সকলে নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু জালিম বলে থাকেন। সেই হিটলার সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর 'রাজা-উজিরে' লিখেছেন, 'হিটলার সম্পর্কে তার বাল্যবন্ধু যা বর্ণনা দিয়েছেন এ রকম বর্ণনা আমি আর কোথাও পড়িনি। হিটলার মৃত্যু শয্যায় শায়িত মাতার শয্যার পার্শ্বে টুলের উপর বসে বসে কাটিয়েছিলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সেবা করেছেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে।'

আমাদের কবির মা জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত। ছোট ছেলেকে বললেন, যাও, তাকে নিয়ে এসো।

কবি তখন সুস্থ। সবদিক দিয়ে তাঁর জীবন সুন্দর ও সুখময়। কিন্তু ছোট ভাইকে কথা দিয়েও মাকে দেখে আসার অবসর তিনি করতে

www.pathagar.com

* * * *

দের কবিতার ভাষা আর বুকের ভাষা সব সময় এক হয়না। কথা ও কাজের মিলও সবসময় খুঁজে পাওয়া যায়না—এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন কবি নজরুলের জীবন।

কবি নজরুল তাঁর বন্ধু আলী আকবর খানের সঙ্গে হঠাৎ কুমিল্লার দৌলতপুরে বেড়াতে আসেন। কবির উপস্থিত হওয়া মানে গানে আনন্দে সকলকে মাতিয়ে তোলা বেশীদিন গেলোনা, তিনি সকলের আপনজন হয়ে ওঠলেন। রূপসী কিশোরী নার্গিসের প্রেমে পড়লেন। নার্গিসের খালাআম্মাকে আগেই তিনি মার আসনে বসিয়ে ছিলেন। তাঁকে পর্যন্ত খুলে বললেন: 'আমি নার্গিসের প্রেমের মরা, নার্গিস বিহনে জীবন আমার অন্ধকার।'

কবি আশান্বিত হলেন, দৌলতপুর অবস্থান করলেন। অবশেষে তাঁর বিবাহ কর্মটি সমাধা হয়ে গেলো। কিন্তু তারপরই কি একটা বিষয় নিয়ে খুব সম্ভব মোহরানা বা কাবিনের কোন শর্ত নিয়ে আলী আকবর খানের সঙ্গে কবির মতবিরোধ দেখা দিলো। এতে কিছু ইন্দন যোগালেন কুমিল্লার কান্দিরপারের সেন পরিবার। পরদিনই কবি সেন পরিবারের একজনের সঙ্গে কুমিল্লার কান্দির পারে এসে ওঠলেন। সেখান হতে মামা শ্বশুর আলী আকবর খানকে বাবা শ্বশুর রূপে সম্বোধন করে একখানা পত্র লিখলেন যাতে কবিত্বের ভাষায় শুধু অভিমানই ফুটে উঠলো, প্রকৃত কারণ স্পষ্টভাবে ধরা পড়লো না।

কবি নার্গিসকে তখনই সঙ্গে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। সদ্য বিবাহিতা মেয়ে এভাবে যে স্বামীর হাত ধরে বেরিয়ে আসতে পারেনা—এ কথাটি কবি বুঝতে চাইলেন না। তবু নার্গিস বললেন: আরো

www.pathagar.com

ক'টা দিন যাক। —কিন্তু কবি তার কথায় কর্ণপাত করলে

কবি কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় বেশ কিছু করে আবার কোলকাতায় ফিরে আসলেন।

ষোল বৎসর পর কবি পরিত্যক্ত পত্নী নাগিসকে একখা.. ।। লিখেছিলেন। এটাই বোধহয় কবির নাগিসের কাছে লেখা প্রথম ও শেষ চিঠি নাগিসের দ্বারা কবি অবহেলিত বা উপেক্ষিত হয়েছিলেন এমন কথা কবিও কখনো বলেননি বা আর কারো দ্বারা উচ্চারিত হয়নি। তবু নাগিসের প্রতি কবির এ নির্মম আচরণ কেন?

স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের চেষ্টায় নাগিস কখনো ত্রুটি করেননি। জনৈক আত্মীয়কে নিয়ে স্বয়ং কোলকাতা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু কবি তাকে দেখাই দিলেন না।

আমরা দেখতে পাই কবি দৌলতপুর হতে কুমিল্লায় ফিরে এসে তাঁর মনকে ভিন্ন দিকে ডাইভার্ট করার প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন। মোজাফ্ফর আহমদ লিখেছেন: ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল কুমিল্লায় চলে যায়। কুমিল্লায় সেইবার একসঙ্গে তিন চারি মাস ছিলো। বলাবাহুল্য কুমিল্লায় ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের বাসায়ই সে ছিল। - - - -

তারপর আরো লিখেছেন: ১৪ বৎসর বয়স্কা প্রমিলা ও ২৩ বৎসর বয়স্ক নজরুলের মধ্যে বোঝাপড়াত হয়েই গেল। গিরিবালা দেবীও পূর্ণ সম্মতি দিলেন। - - - - - ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল।'

সুতরাং কবি ও নাগিসের মধ্যে মিলনের আর কোন সম্ভাবনাই রইলো না। তবু নজরুল নাগিসকে তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন না। আব্দুল কাদির সাহেবের লেখায় বুঝা যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ

www.pathagar.com

কের চেষ্টায় এবং অনেক পরে।

ফকুল ইসলামের ভাষায় বুঝা যায়, কাবিনে নাকি এই শর্ত "নজরুল ইসলাম দৌলতপুরে এসে নার্গিসকে নিয়ে বসবাস ... পারবেন—কিন্তু তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারবেন না।"

যদি তাই-ই হয়ে থাকে, সব দোষ ছিলো আলী আকবর খানের এবং তার প্রতিকার ও ছিলো। নার্গিস তো তার সঙ্গে অন্য কোথাও যাবেন না, এমন কথা কখনো বলেননি। তবু এই বিড়ম্বনা কেন?

মোটের উপর নজরুল ইসলামের নার্গিসের প্রতি এই ব্যবহার ছিলো সমাজ, ধর্ম ও মানবতা বিরোধী—তাতে সন্দেহ নেই। কবি নিজেই তাঁর এক কবিতায় লিখেছিলেনঃ—

"মরদ বলে মর্দানী কি সইবে নীরব মাতৃজাতি?"

আবার তিনি নিজেই অবলা নারীর প্রতি মর্দানী দেখালেন, তার কোন তুলনা হয়না।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলামে নারীর স্থান অনেক উর্ধে। সে পুরুষের আজ্ঞাবহ দাসী নয়। পুরুষের যেমন নারীর উপর অধিকার রয়েছে নারীরও তেমনি পুরুষের উপর অধিকার রয়েছে। কোরআন হাদিসে স্ত্রীর প্রতি সুবিচারের কথা বারবার বলা হয়েছে। আমাদের নবী বলেছেনঃ সেই পুরুষই সবচেয়ে ভালো যার ব্যবহারে তাহার স্ত্রী সর্বদা সন্তুষ্ট।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যে মর্মযাতনা নার্গিসকে সইতে হয়েছিলো এবং যে আহাজারি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত উঠেছিলো তা কি একেবারে ব্যর্থ হইবার?

খোদার বিচার কখন কি ভাবে হয় তা মানুষের পক্ষে বুঝে উঠা ভার।

www.pathagar.com

নজরুলের কর্মফল আল্লাহ্ দুনিয়াতেই তুলে ধ
সকলের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। আল্লাহ্ তালা মাঝে মাঝে
খেলা মানুষকে এভাবেই দেখিয়ে থাকেন। ইতিহাস তার অ
বহন করতেছে। কিন্তু সে শিক্ষা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ ক
দুনিয়ার এ অবস্থা।

মানুষকে সতর্ক ও সুপথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তালা কোরআন মজিদে অতীতের অনেক কথা তুলে ধরেছেন। নজরুল জীবন ও আমার কাছে সেরূপ একটি ঘটনা বলেই মনে হয়। আল্লাহ রহমানুর রহিম নজরুল ইসলামকে মাগফিরাত করুন ও আমাদিগকে সিরাতুল মোস্তাকিমের দিকে পরিচালিত করুন।

ওমা তওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

॥ সমাপ্ত ॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবি নজরুল কোন অপরাধে ?
কার অভিশাপে ?

সৈয়দ শামসুল ইসলাম